POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ
رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَآ اَفْرِغْ
عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ○

এবং তুমি আমাদের উপর শুধু এই জন্য প্রতিশোধ লইতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছি, যখন ঐগুলি আমাদের নিকট আসিল। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে আত্ম-সমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।'

(আল আরাফ: ১২৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 46

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 13 Nov 2025 21 জামাদিউল আওয়াল 1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

যিনি হত্যার সংকল্প নিয়ে এসেছিলেন, অথচ শেষে প্রেমের তীরে বিদ্ধ হলেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দেখো, হযরত উমর (রা.)-এর মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত কতই না মহান কল্যাণ সাধিত হয়েছে। এক সময় ছিল, যখন তিনি এখনো ঈমান গ্রহণ করেননি, এবং সেই অবস্থায় চার বছর কেটে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজেই সর্বোত্তমরূপে জানেন, সেই বিলম্বের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা ও গূঢ় রহস্য কী ছিল।

সে সময় আবু জাহল এমন কাউকে খুঁজছিল, যে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে হত্যা করতে রাজি হবে। হযরত উমর (রাযি আল্লাহু আনহু) তখন তাঁর সাহস, বীরত্ব ও দাপটের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। পরস্পর পরামর্শের পর তিনি নিজেই নবী করিম (সা.)-কে হত্যা করার দায়িত্ব নেওয়ার সংকল্প করলেন। এরপর একটি লিখিত চুক্তি প্রস্তুত করা হয়, যেখানে উমর ও আবু জাহল উভয়ের স্বাক্ষর ছিল। তাতে শর্ত রাখা হয়েছিল, যদি উমর নবীজিকে হত্যা করতে সক্ষম হন, তবে তাঁকে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে।

কিন্তু দেখো, আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা কেমন বিস্ময়কর! সেই উমর (রা.), যিনি একসময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে শহীদ করতে বের হয়েছিলেন, পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজেই শহীদ হলেন। কীই-না আশ্চর্য এক যুগ ছিল তা!

সংক্ষেপে, ঐ চুক্তির পর হযরত উমর হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তিনি রাতের পর রাত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, সুযোগের সন্ধানে-যেন নবী করিম (সা.)-কে একা পেয়ে হত্যা করতে পারেন। তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, নবী (সা.) একাকী কোথায় থাকেন। লোকেরা বলল, অর্ধরাত্রির পর তিনি কাবা ঘরে গিয়ে নামাজ আদায় করেন। এটা শুনে উমর অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং কাবা ঘরে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর মরুভূমির দিক থেকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর আওয়াজ ভেসে এল-আর সেটি ছিল নবী করিম (সা.)-এরই কণ্ঠস্বর। সেই আওয়াজ শুনে এবং অনুমান করে যে নবী (সা.) ঐ দিকেই আসছেন, উমর আরও সতর্কভাবে লুকিয়ে পড়লেন এবং মনস্থ করলেন, যখন নবী (সা.) সেজদায় যাবেন, তখন তলোয়ার চালিয়ে তাঁর মুবারক মস্তক দেহ থেকে আলাদা করে দেবেন।

নবী করিম (সা.) এসে নামাজ শুরু করলেন। পরবর্তী ঘটনাটি স্বয়ং উমর (রা.) পরে বর্ণনা করেছেন: সেজদার সময় নবী (সা.) এত করুণভাবে আল্লাহর দরবারে কাঁদলেন ও দোয়া করলেন যে, উমর কাঁপতে লাগলেন। নবী (সা.) এমনও বললেন, "سَجَدَ لَكَ رُوْحِيْ وَجَنَانِيْ -অর্থাৎ, "হে আমার প্রভু! আমার আত্মা ও হৃদয় উভয়ই তোমার সামনে সেজদা করেছে।" উমর বলেন, এই দোয়াগুলো শুনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল; আল্লাহর ভয়ে ও শ্রদ্ধায় আমার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল।

নবী করীম (সা.)-এর অবস্থা দেখে আমি বুঝে গেলাম-এই মানুষটি অবশ্যই সত্যবাদী, এবং তিনি নিশ্চয়ই বিজয়ী হবেন। কিন্তু নফস-এ-আম্মারাহ (অধম প্রবৃত্তি) মানুষকে সবসময় মন্দের দিকে টানে। নবী (সা.) যখন নামাজ শেষ করে বের হলেন, আমি চুপিচুপি তাঁর পেছনে চলতে লাগলাম। রাতের অন্ধকারে নবী (সা.) আমার পায়ের শব্দ টের পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "কে ওখানে?"আমি বললাম, "উমর।" নবী (সা.) বললেন, "হে উমর! তুমি রাতে আমার পিছু ছাড়ো না, দিনে-ও না।"

সেই মুহূর্তে আমি নবী (সা.) রূহের সুঘ্রাণ অনুভব করলাম, এবং আমার আত্মা টের পেল যে তিনি এখন নিশ্চয়ই আমাকে বদদোয়া করবেন। আমি অনুনয় করে বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য বদদোয়া করবেন না।" উমর (রা.) বলেন, "ওই সময় ও সেই মুহূর্তই ছিল আমার ইসলামে প্রবেশের মুহূর্ত, যতক্ষণ না আল্লাহ নিজেই আমাকে মুসলমান হওয়ার তাওফিক দিলেন।"

এখন ভাবো, সেই কান্না ও মিনতির অবস্থায় কী বিস্ময়কর শক্তি লুকিয়ে ছিল! মনে হয়েছিল, যেন ঐ অশ্রুর ভেতরেই একটি তলোয়ার লুকানো ছিল-যে তলোয়ার উমরের মতো এক ব্যক্তির হৃদয়কে বিদ্ধ করেছিল, যিনি হত্যার সংকল্প নিয়ে এসেছিলেন, অথচ শেষে প্রেমের তীরে বিদ্ধ হলেন। এমন সাধনা ও তর্জনায় এমন এক তলোয়ার থাকে, যা যেকোনো অস্ত্র বা বর্শার চেয়েও অধিক কার্যকর।

সংক্ষেপে, সেই যুগ ছিল নবী করিম (সা.)-এর মক্কি জীবনের যুগ-যা আহমদ নামের প্রকাশের যুগও বটে। তাই সে সময়ে ছিল বিশুদ্ধ, আত্মবিস্মৃত প্রেমের এক উজ্জ্বল প্রদর্শন। নবী (সা.) নিজেকে আল্লাহর পথে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দিয়েছিলেন, নিজের উপর সহস্র মৃত্যুসম কষ্ট স্বীকার করেছিলেন। আল্লাহ ছাড়া আর কেউই সেই ভালোবাসা, নিষ্ঠা, বিনয় ও ক্রন্দনের গভীরতা আয়ত্ব করতে পারে না।

এই আত্মিক "মৃত্যুসমূহ-এর পর আল্লাহ তাঁকে এমন শক্তি ও জীবনশক্তি দান করলেন যে, তিনি অসংখ্য মৃত আত্মাকে জীবন দানকারী হয়ে উঠলেন-"হাশিরুন নাস" অর্থাৎ মানবসমাজকে পুনর্জীবন দানকারী। তাঁর পবিত্র রূহের প্রভাবে তিনি এখনো লক্ষ লক্ষ মৃত আত্মাকে জীবিত করছেন, এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৪-৬৫)

ইসলাম নৈতিকতার উপর খাদ্যের গভীর প্রভাবকে স্বীকার করেছে এবং নৈতিক উৎকর্ষ অর্জনের জন্য খাদ্যকে নির্দিষ্ট নীতিমালা ও সংযমের সাথে যুক্ত করে এক নতুন দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা মোমেনের ৫২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: কেউ যেন এই ভুল ধারণা না করে যে উক্ত আয়াতে শুধুমাত্র নবীদেরই সম্বোধন করা হয়েছে; কারণ পবিত্র কুরআনের একটি নীতি হল-অনেক স্থানে যদিও সরাসরি নবীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তবুও উদ্দেশ্য থাকে তাঁদের অনুসারীগণ। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ-কে সম্বোধন করে বলেন- "যদি তোমার জীবদ্দশায় তোমার পিতা-মাতার একজন বা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' পর্যন্ত বলো না, তাদের ধমক দিও না, বরং তাদের সাথে সম্মানজনকভাবে কথা বলো।" (সূরা বনী ইসরাঈল, রুকূ ৩) এখানে বাহ্যত সম্বোধন করা হয়েছে পবিত্র নবী (সা.)-কে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য তাঁর উম্মতের সদস্যগণ, কারণ তাঁর পিতা তাঁর জন্মের পূর্বেই এবং তাঁর মাতা তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এই নীতি অনুসারেই, বর্তমান আয়াতেও যদিও নবীদের সম্বোধন করা হয়েছে, তবুও প্রকৃত নির্দেশ তাঁদের অনুসারীদের উদ্দেশ্যে। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাঁরা হালাল ও পবিত্র (হালাল ও তয়্যিব) বস্তু আহার করেন, কেননা এর ফলস্বরূপ তাঁদের সৎকর্ম সম্পাদনের তাওফিক প্রদান করা হবে।

বস্তুত, মানুষের খাদ্য তার চরিত্র ও নৈতিকতার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। যে ধরনের খাদ্য একজন গ্রহণ করে, তা তার শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর অনুরূপ প্রভাব ফেলে। যেহেতু এই দুনিয়ায় মানুষকে তার প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রবৃত্তিগুলিকে জাগ্রত ও পরিশীলিত করতে হয়-যাতে সেগুলিকে যথাস্থানে প্রয়োগ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়-তাই পবিত্র কুরআন এমন সকল খাদ্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে, যা শারীরিক, নৈতিক বা আত্মিক দিক থেকে ক্ষতিকর। যেমন-আল্লাহ তাআলা মৃত পশু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং এমন সব বস্তু নিষিদ্ধ করেছেন, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

এ সকল বস্তুর অন্তর্নিহিত ক্ষতি স্পষ্ট। যেমন মৃত প্রাণীর কথা ধরা যাক: যদি কোনো প্রাণী স্বাভাবিকভাবে মারা যায়, তবে তা হয় বার্ধক্যজনিত, অথবা কোনো বিষাক্ত প্রাণীর কামড়ে, কিংবা কোনো রোগ বা বিষক্রিয়ার কারণে মারা যায়-যা তার মাংসকে বিষাক্ত ও অখাদ্য করে তোলে। এমনকি যদি তা কোনো গুরুতর আঘাতের কারণে মারা

(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়.....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.) তাদের বেদনাভরা মিনতি শোনেন এবং তাদের আবেদন নাকচ করেন নি, উপরন্তু তিনি বলেন, আমি অনেকদিন যাবৎ তোমাদের জন্য অপেক্ষা করেছি আর অবশেষে প্রায় নিশ্চিত হলাম, এখন আর তোমরা ফেরত আসবে না। আর এখন তোমরা দেখছ, কেবল গুটিকয়েক বন্দিই আমার কাছে অবশিষ্ট আছে, বাকি সব বণ্টন হয়ে গেছে। আমার নিকট সবচেয়ে অধিক পছন্দনীয় বিষয় সেটিই যা সবচেয়ে বেশি সত্য। তাই এখন তোমরা দুটি বিষয়ের মধ্যে যে কোনো একটি বিষয় নির্বাচন করতে পারো; বন্দি নারী-পুরুষ অথবা ধনসম্পদ।

মহানবী (সা.) বনু হাওয়াযিনের এই বন্দিদের যে শুধু কোনো বিনিময় ছাড়াই মুক্ত করে দিয়েছেন তা-ই নয়, বরং তাদেরকে তিনি পোশাক পরিচ্ছদও দান করেন

রসূলুল্লাহ্ (সা.) তখনো জিরানায় ছিলেন। এক রাতে তিনি (সা.) উমরা করার মানসে জিরানা থেকে মক্কা যান। রেওয়ায়েত অনুযায়ী, তিনি (সা.) রাতের বেলা যান এবং সেই রাতেই আবার ফিরেও আসেন।

মালিক বিন অওফ ছিল যে সমস্ত বনু হাওয়াযিন, সাকীফ এবং অন্যান্য গোত্রকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার মানসে একত্র করে নিয়ে এসেছিল। সে মহানবী (সা.)-এর রক্তের পিপাসু ছিল। কিন্তু তাঁর (সা.) আদর্শ এবং ক্ষমা ও মার্জনার উৎকর্ষ হলো, তিনি (সা.) তার সত্যগ্রহণ ও হিদায়াত লাভের বাসনা লালন করতেন। আর যখন সে হিদায়াতের প্রত্যাশী হয়ে আসে, তখন তিনি শুধু সবকিছু ক্ষমাই করে দেন নি, বরং তাকে সেই যুগের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ অর্থাৎ একশত উটও দান করেন।

মহানবী (সা.) তাঁর দুধ-বোনকে বলেন, যদি তুমি ভালো মনে করো তাহলে আমাদের কাছে অবস্থান করো; তুমি সম্মান, সমাদর ও ভালোবাসা পাবে। আর যদি তুমি তোমার গোত্রের কাছে ফিরে যেতে চাও, তাহলে আমি তোমার ক্ষেত্রে আত্মীয়তার সম্মান রক্ষা করব, তুমি সেখানে চলে যেতে পারো।

হুনাইনের যুদ্ধের ঘটনাবলী এবং মহানবী (সা.)-এর আদর্শ

মাননীয় ডক্টর লাইক আহমদ ফাররাখ (কানাডা) এবং হামীদ আহমদ গৌরী (হায়দরাবাদ,ভারত) -এর স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব।

[হুযুর ডক্টর লাইক আহমদ ফাররাখ সম্পর্কে বলেন-] তার ঘানায় অবস্থানকালীন সময়ে আমিও সেদেশে থেকেছি, তার সাথে সময় অতিবাহিত করেছি। আমি তাকে দেখেছি- তিনি অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী এবং মানু ষকে সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি ছিলেন। ওয়াকেফে যিন্দেগীদের অনেক সম্মান করতেন। তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন, বরং স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অতিথিপরায়ণ ছিলেন। তাদের মাঝে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য ছিল যা খুব কম লোকের মাঝেই পাওয়া যায়।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৩ অক্টোবর, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (৩ ইখা, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের পর এতে অর্জিত গনিমতের সম্পদ এবং তা বণ্টনের বর্ণনা চলছিল। এ সম্পর্কে আরো কিছু ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে: মহানবী (সা.) হুনাইন জয়ের পর সমস্ত গনিমতের সম্পদ জিরানা নামক স্থানে একত্রিত করার আদেশ দেন। এই আদেশ দেওয়ার পর তিনি (সা.) তায়েফ অভিমুখে যাত্রা করেন আর প্রায় এক মাস অবস্থানের পর তায়েফ থেকে ফিরে জিরানায় আসেন। সেখানে পৌঁছেও মহানবী (সা.) গনিমতের সম্পদ বণ্টন করেন নি , বরং আরো কিছু দিন অপেক্ষা করেছেন। কতিপয়ের মতে মহানবী (সা.) এই আশায় প্রায় তেরো বা চৌদ্দ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন যে, হয়ত বনু হাওয়াযিন গোত্র অনুপপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে আর তাদের পরিবার-পরিজন, ধনসম্পদ, গবাদি পশু তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। মহানবী (সা.) এদিকে তাদের অপেক্ষায় ছিলেন আর অপর দিকে বনু হাওয়াযিন দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিল যে, আমাদের ফিরে যাওয়া আদৌ লাভজনক হবে কি-না? পরিশেষে মহানবী (সা.) এত দিন অপেক্ষার পর যখন দেখলেন তারা আর আসছে না, তখন তিনি গনিমতের সম্পদ এবং যুদ্ধবন্দিদের বণ্টন করে দেন। বণ্টন শেষ হবার পর হাওয়াযিন গোত্রের চৌদ্দোজন সম্মানিত ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়। তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা বলে, আমাদের পুরো গোত্রও ইসলাম গ্রহণ করেছে। এরপর তারা মহানবী (সা.)-এর সমীপে করুণা ভিক্ষা চেয়ে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা সম্ভ্রান্ত এবং সম্মানিত ব্যক্তি। যে বিপদাপদ এবং সমস্যায় আমরা জর্জরিত তা আপনার অজানা নয়। আপনি আমাদের প্রতি দয়া করুন; আল্লাহ্ তা'লা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। এই প্রতিনিধিদলের নেতা আবু সুরাত যুহায়ের বিন জারবেল ছিল। সে সুবক্তা ও কবি ছিল। সে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিমায় মহানবী (সা.)-এর সমীপে দয়ার অনুরোধ জানায় এবং বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই বন্দিদের মাঝে আপনার ফুফুরা, খালারা এবং বোনেরাও আছেন- যারা আপনাকে লালনপালন করেছেন এবং পানাহার করিয়েছেন। সে একথা কেন বলেছে? কেননা মহানবী (সা.) বনু সা'দ গোত্রে দুগ্ধপানের কাল অতিবাহিত করেছেন আর সেখানেই লালিতপালিত হয়েছিলেন। তাঁর দুধ মাতা-পিতা বনু সা'দ গোত্রভুক্ত ছিলেন, যা বনু হাওয়াযিনের শাখা গোত্র ছিল। এরপর সে বলে, আমরা যদি দুধ পান করানোর অনুগ্রহের কথা গাস্‌সানী বাদশাহ্ হারেস বিন আবী শিমার বা ইরাকের বাদশাহ নু'মান বিন মুনযেরের কাছে ব্যক্ত করতাম আর আমরা এরূপ সমস্যায় জর্জরিত থাকতাম, তাহলে তারা আমাদের প্রতি অবশ্যই দয়া প্রদর্শন করত। অথচ আপনি তো সর্বাধিক দয়ালু এবং উদার ও মহানুভব। এরপর সে মহানবী (সা.)-এর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে একটি কাসীদাও শোনায়। সেই প্রতিনিধিদলে তাঁর দুধ চাচাও ছিলেন। তিনিও অনেকটা অনুরূপ মিশ্র আবেগে সজ্জিত বক্তৃতা করেন এবং এ-ও বলেন, আপনি যখন শৈশবকালে আমাদের কাছে ছিলেন তখনও আপনাকে দেখেছিলাম, আপনি অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। এরপর আপনার যৌবনকালে আপনার সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ হয়। যৌবনকালেও কোনো ব্যক্তি আপনার চেয়ে বেশি পুণ্যপ্রকৃতির অধিকারী ও

ভদ্রস্বভাবের ছিল না। আপনি তো কল্যাণের মূর্ত প্রতীক এবং বদান্যতার এক সমুদ্র। আমরা আপনার নিজের লোক এবং আপনারই পরিবারভুক্ত, তাই আমাদের প্রতি কৃপা করুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনার এই অনুগ্রহের প্রতিদান অবশ্যই দেবেন।

মহানবী (সা.) তাদের বেদনাভরা মিনতি শোনেন এবং তাদের আবেদন নাকচ করেন নি, উপরন্তু তিনি বলেন, আমি অনেকদিন যাবৎ তোমাদের জন্য অপেক্ষা করেছি আর অবশেষে প্রায় নিশ্চিত হলাম, এখন আর তোমরা ফেরত আসবে না। আর এখন তোমরা দেখছ, কেবল গুটিকয়েক বন্দিই আমার কাছে অবশিষ্ট আছে, বাকি সব বণ্টন হয়ে গেছে। আমার নিকট সবচেয়ে অধিক পছন্দনীয় বিষয় সেটিই যা সবচেয়ে বেশি সত্য। তাই এখন তোমরা দুটি বিষয়ের মধ্যে যে কোনো একটি বিষয় নির্বাচন করতে পারো; বন্দি নারী-পুরুষ অথবা ধনসম্পদ।

এগুলোর মধ্যে যেটি নিতে চাও নিতে পারো। আমি তো তোমাদের জন্য অনেক অপেক্ষা করেছি এবং দুটোই ফেরত দিতে চেয়েছিলাম। বনু হাওয়াযিনের প্রতিনিধিদল সামগ্রিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এই নিবেদন করে যে, আমরা আমাদের বন্দি অর্থাৎ আমাদের নারী-পুরুষদের ফেরত নিতে চাই। একথা শুনে রসূলে করীম (সা.) বলেন, আমার এবং বনু আব্দুল মুত্তালিবের অংশে যে সকল বন্দিরা এসেছে, ধরে নাও তাদেরকে তোমরা পেয়ে গেলে, অর্থাৎ আমি তো তাদের স্বাধীন করে দিচ্ছি, তোমাদেরকে ফেরত দিয়ে দিচ্ছি; কিন্তু অন্যান্য বন্দির বিষয়ে আমি অন্য সকল মুসলমানের সাথে কথা বলব, কেননা তাদেরকে আমি ইতোমধ্যে দিয়ে দিয়েছি। একইসাথে প্রতিনিধিদলকে এ থেকে উত্তরণের, অর্থাৎ কীভাবে, কী করতে হবে- সেই পন্থাও বলে দেন। তিনি বলেন, তোমরা যোহরের নামাযের পর লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বলবে, আমরা মুসলমানদের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আমাদের সুপারিশকারী বানাচ্ছি এবং মুসলমানদের কাছে রসূলে করীম (সা.)-এর দ্বারা সুপারিশ করাচ্ছি যে, আমাদের সন্তানসন্ততি ও আমাদের নারীদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক। একইসাথে মহানবী (সা.) এ-ও বলেন যে, মুসলমানদের সামনে তোমাদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করবে এবং বলবে, আমরা তোমাদের ভাই; এরপর আমি লোকদের নিকট তোমাদের জন্য সুপারিশ করব; [অর্থাৎ মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি সুপারিশ করব।]

মহানবী (সা.)-এর মহান উদারতা ও বদান্যতার একটি আকর্ষণীয় রূপ হলো, তিনি নিজেই বন্দিদের মুক্তির উপায় শিখিয়ে দিচ্ছেন যেন সাধারণ মুসলমানদের আত্মসম্মানবোধও বজায় থাকে, কেননা তখন তো বন্দিরা তাদের অধীনে চলে গিয়েছিল; এবং পাশাপাশি হাওয়াযিনের সম্মানও যেন অক্ষুণ্ন থাকে। প্রতিনিধিদল সেভাবেই যোহরের নামাযের পর দাঁড়িয়ে নিবেদন করে যেভাবে মহানবী (সা.) বলেছিলেন। বুখারীর বর্ণনানুযায়ী রসূলে করীম (সা.) দাঁড়িয়ে লোকদের সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের ভাইয়েরা তওবা করে তোমাদের নিকট ফেরত এসেছে। আমি তাদের বন্দিদের তাদের ফেরত দিতে চাই, তোমরাও যারা স্বেচ্ছায় এরূপ করতে চাও করতে পারো। আর যে তাদের বিনিময়ে আমাদের নিকট থেকে কিছু নিতে চায়, সে এমনটিও করতে পারে। আমি কোনো মালে গনিমত হস্তগত হওয়ামাত্রই তার প্রাপ্য ফেরত দেবো। আর একইসাথে নিজের ও নিজ বংশ অর্থাৎ বনু আব্দুল মুত্তালিবের বন্দিদের ফেরত দেওয়ার ঘোষণা প্রদান করেন।

সাহাবায়ে কেরাম তো নিজেদের প্রাণ, স্ত্রী-সন্তান ও পিতা-মাতার চেয়েও মহানবী (সা.)-কে অধিক ভালোবাসতেন। তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার সন্তুষ্টির খাতিরে আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের বন্দিদেরকে হাওয়াযিনকে ফেরত দিচ্ছি। মহানবী (সা.) তাদের এই আবেগ দেখে অনেক আনন্দিত হন,কিন্তু তিনি (সা.) সকলের সন্তুষ্টি ও স্বতঃস্ফূর্ততা সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন। তাই তিনি (সা.) বলেন, এটি বুঝা যাচ্ছে না, তোমাদের মধ্যে কে কে অনুমতি দিয়েছে আর কে কে দেয় নি। কেননা সাধারণ সভায় সবাই কথা বলছিল। তাই তোমরা এখন ফেরত যাও এবং তোমাদের নেতা ও তত্ত্বাবধায়কগণ আমার কাছে এসে নিজ জাতির অবস্থান তুলে ধরবে। তাঁর (সা.) এই কথার প্রেক্ষিতে সকলেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজেদের বন্দিদের ফেরত দেওয়ার ঘোষণা করে এবং তাদের তত্ত্বাবধায়করা মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে এই অবস্থান বর্ণনা করে। আর এভাবে এই শত্রু গোত্রের প্রতি মহানবী (সা.)-এর এরূপ মহান অনুগ্রহ বর্ষিত হয়, অর্থাৎ সকল বন্দি কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়াই ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়। আর স্বীয় নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত প্রেমিক সাহাবীদের আবেগকে শ্রদ্ধা করে তিনি (সা.) বলেন, প্রত্যেক বন্দির বিনিময়ে ছয়টি করে উট দেওয়া হবে। হযরত উমর (রা.)-র মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের নমুনা দেখুন। বন্দিদের মুক্ত করার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। ফিরে আসার পর তিনি দেখেন, বন্দিরা আনন্দে উল্লসিত হচ্ছে

মহানবী (সা.)-এর বাণী

হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচাইতে উত্তম, যে তার পরিবারের কছে উত্তম এবং আমি আমার পরিবারের জন্য তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম।" (আবু দাউদ)।

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa Sb., Berhampur, Murshidabad

অর্থাৎ বন্দিরা আনন্দে আত্মহারা। জিজ্ঞেস করে তিনি জানতে পারেন, মহানবী (সা.) সমস্ত বন্দি মুক্ত করে দিয়েছেন। তখন তিনি এটা শুনতেই কোনো প্রকার অনুসন্ধান ও যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন মনে করেন নি এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর পুত্রকে বলেন, হে আবদুল্ল াহ! যাও এবং আমার সেই দাসীকে মুক্ত করে দাও যাকে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আমাকে দান করেছিলেন।

মহানবী (সা.) বনু হাওয়াযিনের এই বন্দিদের যে শুধু কোনো বিনিময় ছাড়াই মুক্ত করে দিয়েছেন তা-ই নয়, বরং তাদেরকে তিনি পোশাক পরিচ্ছদও দান করেন এবং তিনি (সা.) জোর দিয়ে বলেন: فَلَا يَخْرُجُ الْحُرُّ مِنْهُمْ إِلَّا كَاسِيًا - অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোনো মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেন নতুন পোশাক ছাড়া না যায়। সুতরাং এই আদেশ পালনার্থে নতুন কাপড় ক্রয়ের জন্য একজন সাহাবী বুসর বিন সুফিয়ানকে পাঠানো হয়। তিনি নতুন চাদর নিয়ে আসেন এবং প্রত্যেক বন্দিকে নতুন পোশাক দেওয়া হয়।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল আতাক, হাদীস: ২৫৩৯-২৫৪০) (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ১৩০) (গাযওয়ায়ে হুনাইন, বাশমীল, পৃ: ২৬৬)

বর্ণনা অনুযায়ী, তিনজন এমন ছিল যারা তাদের বন্দি ফেরত দিতে অস্বীকার করে। আকরা বিন হাবিস বলে, আমার এবং বনু তামীমের কথা যদি বলতে হয়, তাহলে আমরা অস্বীকার করছি। উয়াইনা বিন হিসন ফাযারী বলে, আমি এবং আমার গোত্র বনু ফাযারা অস্বীকার করছি। আর আব্বাস বিন মিরদাস বলে, আমি এবং বনু সুলাইম বন্দি ফেরত দেবো না। কিন্তু বনু সুলাইম গোত্র একথা শুনতেই তাদের নেতার কথা মানতে অস্বীকার করে এবং বলে, যা কিছু আমাদের- তা আমরা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-কে দিয়ে দিয়েছি।

অন্য কতক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, মহানবী (সা.) বলেন, বনু হাওয়াযিনের সমস্ত বন্দি মুক্ত আর যে তার বন্দি মুক্ত করতে চায় না তাকে এর বিনিময়ে বায়তুল মাল থেকে ছয়টি সবল উট ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া হবে। সুতরাং এতে সেই সকল লোকও রাজি হয়ে যায় যারা তাদের বন্দি দিতে প্রস্তুত ছিল না। এভাবে বনু হাওয়াযিনের ছয় হাজার বন্দি মুক্ত করে দেওয়া হয়।

কতক বর্ণনা অনুযায়ী, উয়াইনা বিন হিসন ফাযারী এরপরও তার বন্দি ফেরত দেয় নি। কিন্তু এই অবাধ্যতার কারণে তাকে চরমভাবে লজ্জিত হতে হয় এবং সে কল্যাণ ও বরকত থেকেও বঞ্চিত থাকে।

বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.)-কে যখন জানানো হয়- উয়াইনা ছাড়া সবাই তাদের বন্দি ফেরত দিয়ে দিয়েছে, তখন তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তাকে ক্ষতির মাঝে রাখুন। তার বন্দির ঘটনা হলো, সে যুবতী নারীর পরিবর্তে একজন বৃদ্ধা মহিলাকে বন্দি হিসেবে নিয়েছিল এবং লোকজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিল, তার পরিবারের লোকেরা যখন তাকে অর্থাৎ এই বৃদ্ধাকে মুক্ত করতে আসবে তখন আমি তার জন্য ইচ্ছানুযায়ী মুক্তিপণ পাবো, কারণ তার সন্তানসন্ততি বিপুল সংখ্যক হবে। এখন যখন সকল বন্দি মুক্ত করে দেওয়া হয়, কিন্তু সে মুক্ত করতে অস্বীকার করে, তখন সেই বৃদ্ধার ছেলে উয়াইনার কাছে আসে এবং তাকে বলে, একশত উটের বিনিময়ে আমাদের মাকে মুক্ত করে দাও। উয়াইনা ভেবেছিল, সে দর আরো বৃদ্ধি করবে, তাই সে মুক্ত করতে অস্বীকার করে। এতে তার ছেলে ফিরে যায়। কিছু কাল পর যখন উয়াইনার মনে হলো, সে আর ফিরে আসবে না, তখন উয়াইনা নিজেই সেই ছেলের কাছে যায় এবং বলে, তুমি যতগুলো উট দিতে চাচ্ছিলে, এখন কি তা দেবে? তখন সেই যুবক বলে, এখন তো আমি পঞ্চাশটি উট দেবো। এভাবে দর কমতে কমতে দশটি উটে গিয়ে বিষয় ঠেকে। সে কিছু একটা চাইত; অপরপক্ষ বলত, ঠিক আছে, আমি এটাও দেবো না। তখন সে বলত, ঠিক আছে, তাহলে এতটুকু দিয়ে দাও। ক্রমাগতভাবে দরপতন ঘটতে থাকে আর অবশেষে বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, উয়াইনা বলে, এই বৃদ্ধাকে আমার কাছ থেকে বিনামূল্যেই নিয়ে যাও। এতে যুবকটি বলে, মহানবী (সা.) তো প্রত্যেক বন্দিকে মুক্ত করার পাশাপাশি পোশাকও দিয়েছেন, এই বৃদ্ধা তো তা থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। তাই তুমি তাকে পোশাকও দাও। উয়াইনা বলে, আমার কাছে তো কিছুই নেই, আমি তো আগে থেকেই অত্যন্ত দরিদ্র; আমি লোভ করেছিলাম, আর তাতেও মার খেয়েছি। কিন্তু যুবকটি ছিল নাছোড়বান্দা; সে বলে, কিছু হলেও তোমাকে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত উয়াইনাকে তার নিজের চাদর দিয়ে দিতে হয় আর এভাবে সেই যুবক সেই বন্দি মহিলাকেও নিয়ে যায় এবং সাথে পোশাকও। যেতে যেতে উয়াইনাকে সে এটাও বলতে থাকে, তোমার মস্তিষ্ক বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা থেকে একেবারেই শূন্য। সুযোগের সদ্ব্যবহার করার যোগ্যতা তোমার মধ্যে একেবারেই নেই। তার অন্যান্য সাথিও তাকে তিরস্কার ও ব্যঙ্গ করতে থাকে।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৩-৩৯৪) [দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.) ,৯ম খণ্ড, পৃ: ৩১৪-৩১৫]

লোভের পরিণামে তার কিছুই অর্জিত হয় নি।

বনু হাওয়াযিনের নেতা মালিক বিন অওফের ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে লেখা আছে, মহানবী (সা.) বনু হাওয়াযিনের প্রতিনিধিদলকে তাদের নেতা মালিক বিন অওফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, সে কোথায় আছে। তখন তারা জানায়, সে তায়েফে বনু সাকীফের মাঝে আছে। তিনি (সা.) বলেন, তাকে জানিয়ে দাও, সে যদি আমার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে ফিরে আসে তাহলে তার পরিবার-

পরিজনও তাকে ফেরত দেওয়া হবে, যারা বন্দিদশায় ছিল। কতক বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি (সা.) তার পরিবার-পরিজনের সম্পর্কে এই বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাদেরকে যেন দাস-দাসী হিসেবে কাউকে দেওয়া না হয় এবং তাদের থাকার ব্যবস্থা মক্কায় উম্মে আবদু ল্লাহ্ বিনতে আবি উমাইয়ার বাড়িতে করা হয়। তারা তার কাছে তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদ পৌঁছায় এবং সে তাঁর (সা.) কাছে আসার জন্য তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু বনু সাকীফকে সে এই কারণে ভয় পায় যে, যদি তারা জানতে পারে, সে মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে যাচ্ছে, তাহলে আবার তারা তাকে বন্দি না করে ফেলে! তাই সে একটি ঘোড়া ও উট প্রস্তুত করে এবং রাতের অন্ধকারে তায়েফ থেকে বেরিয়ে জিরানায় মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে যায়। আর তিনি (সা.) তাকে তার পরিবার-পরিজনও ফিরিয়ে দেন এবং একশত উটও উপহার হিসেবে প্রদান করেন। তাঁর (সা.) ক্ষমা ও অনুগ্রহ দেখে সে মুসলমান হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে সারা জীবন একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে জীবন কাটায়। মহানবী (সা.) পরবর্তীতে তাকে হাওয়াযিন গোত্রে মুসলমানদের শাসক এবং তাদের সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন।

(আসসীরাতুন নববীয়াহ, লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৯৭)

এ সেই মালিক বিন অওফ ছিল যে সমস্ত বনু হাওয়াযিন, সাকীফ এবং অন্যান্য গোত্রকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার মানসে একত্র করে নিয়ে এসেছিল। সে মহানবী (সা.)-এর রক্তের পিপাসু ছিল। কিন্তু তাঁর (সা.) আদর্শ এবং ক্ষমা ও মার্জনার উৎকর্ষ হলো, তিনি (সা.) তার সত্যগ্রহণ ও হিদায়াত লাভের বাসনা লালন করতেন। আর যখন সে হিদায়াতের প্রত্যাশী হয়ে আসে, তখন তিনি শুধু সবকিছু ক্ষমাই করে দেন নি, বরং তাকে সেই যুগের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ অর্থাৎ একশত উটও দান করেন।

এই যুদ্ধের বন্দিদের মাঝে একজন মহিলা শায়মাও ছিলেন। এটা ছিল তার উপনাম, তার আসল নাম ছিল হুযাফা। তিনি যখন বন্দি হন, তখন যারা বন্দি করেছিল তাদেরকে তিনি বলতে থাকেন, আমি তোমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর দুধ বোন। কিন্তু সাহাবীরা তা মানেন নি। আনসারের একটি দল তাকে ধরে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত করে। তিনি বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমি আপনার দুধ বোন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন,(এ কথার প্রমাণস্বরূপ) কোনো চিহ্ন আছে কি? তিনি দাঁতের চিহ্ন দেখিয়ে বলেন, শৈশবে একবার আপনাকে কোলে নিয়ে রাখা অবস্থায় আপনি আমাকে কামড়ে দিয়েছিলেন। এরপর ঘটনা হয়ত তাঁরও (সা.) মনে পড়ে থাকবে। তিনি আরো বলেন, আমরা তখন ছাগল চরাতাম এবং আপনার দুধ পিতা আমার আপন বাবা আর আপনার দুধ মাতা আমার আপন মা। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! স্মরণ করুন, আমি আপনার জন্য ছাগলের দুধ দোহন করতাম।

তিনি (সা.) এসব চিহ্ন দেখে চিনতে পারেন এবং তিনি উঠে দাঁড়ান আর তার জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিয়ে বলেন, এর ওপর বসো। তিনি (সা.) তাকে স্বাগত জানান এবং তাঁর (সা.) চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে এবং তিনি সেই দুধ পিতা-মাতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি জানান, তাদের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তিনি (সা.) বলেন, যদি তুমি ভালো মনে করো তাহলে আমাদের কাছে অবস্থান করো; তুমি সম্মান, সমাদর ও ভালোবাসা পাবে। আর যদি তুমি তোমার গোত্রের কাছে ফিরে যেতে চাও, তাহলে আমি তোমার ক্ষেত্রে আত্মীয়তার সম্মান রক্ষা করব, তুমি সেখানে চলে যেতে পারো। তখন সে বলে, আমি আমার গোত্রের কাছে ফিরে যেতে চাই।

যাইহোক, পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে তিনজন দাস ও একজন দাসী দান করেন এবং একটি বা দুটি উট দেবার আদেশ দেন। সেই সময় তিনি (সা.) হুনাইন এলাকায় ছিলেন, তাই তিনি (সা.) বলেন, তুমি জিরানায় চলে যাও এবং তোমার গোত্রের সঙ্গে থাকো, আমি তায়েফ যাচ্ছি। এরপর তিনি জিরানায় চলে আসেন। মহানবী (সা.) জিরানায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাকে আরো কিছু ছাগল ও ভেড়া দান করেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী, মহানবী (সা.) তাকে বলেন, যা চাইবে তা তোমাকে দেওয়া হবে এবং তুমি যে সুপারিশ করবে তা গ্রহণ করা হবে। তখন সে তার গোত্র বনু সা'দ-এর এক ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করে যার নাম ছিল বাজাদ। সে ব্যক্তি এক মুসলমানকে হত্যা করে তার দেহ পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং পালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সাহাবীরা তাকে ধরে ফেলেন। পরে যখন শায়মা তার জন্য ক্ষমার সুপারিশ করেন তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে ক্ষমা করে দেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৩৩৩) [দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.) ,৯ম খণ্ড, পৃ: ৩১৮-৩১৯]

মহানবী (সা.)-এর বাণী

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "ঐ তা'মে ওলীমাহ (বিবাহ ভোজ) সবচেয়ে নিকৃষ্ট যাতে শুধুমাত্র ধনীরাই আমন্ত্রিত হয় এবং দরিদ্রদের বাদ দেওয়া হয়। সেই ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অবাধ্য, যে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে।" (মুসলিম, কিতাবুন্ নিকাহ)।

দোয়াপ্রার্থী: Late-Rafiquddin Ahmad & Afifa Begum,
From- Lutful Haque Sb., Kandi (MSD)

তবে বিস্তারিত বর্ণনা নেই, সম্ভবত তিনি পরবর্তীতে তার রক্তপণ ইত্যাদি আদায় করেছিলেন।

আবু দাউদের রেওয়ায়েত অনুযায়ী, জিরানা নামক স্থানে রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর দুধ মা-ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বলে উল্লেখ আছে। তবে বলা হয়, এই রেওয়ায়েতের সনদ দুর্বল; দুধ মায়ের সাক্ষাৎ লাভ হয় নি। হতে পারে, দুধ মায়ের সাক্ষাৎ অন্য কোনো উপলক্ষ্যে হয়ে থাকবে অথবা বর্ণনাকারী ভুল করে থাকবেন। কেননা বেশিরভাগ রেওয়ায়েত অনুসারে, হুনাইনের যুদ্ধের আগেই মহানবী (সা.)-এর দুধ মায়ের মৃত্যু হয়েছিল।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, হাদীস-৫১৪৪) (সীরাত ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৯০) (ফতহুল ওয়াদুদ, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪১০)

রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন তখন মক্কাবাসী ঘোষণা দিয়েছিল, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে আনবে তাকে ১০০টি উট পুরস্কার দেওয়া হবে। এই ঘটনা প্রসিদ্ধ এবং বহুবার বর্ণিত হয়েছে। এই ঘোষণা শুনে সুরাকা বিন মালিক রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর পিছু ধাওয়া করে এবং তাঁর কাছে পৌঁছে যায়, কিন্তু সে সময় অলৌকিকভাবে আল্লাহ্ তা'লা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে রক্ষা করেন এবং সুরাকা অসহায় হয়ে পড়ে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে বলেছিলেন, হে সুরাকা! সেই সময় তোমার কী অবস্থা হবে, যখন কিসরার কঙ্কণ তোমার হাতে শোভা পাবে? তখন সুরাকা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট থেকে একটি নিরাপত্তানামা লিখে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল। সুরাকা সেই নিরাপত্তানামা নিয়ে জিরানায় উপস্থিত হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.) ,৯ম খণ্ড, পৃ: ৩০৬-৩০৭]

এ সময় হযরত উমর (রা.)-র একটি মানতের কথার উল্লেখও পাওয়া যায়। হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! অজ্ঞতার যুগে আমি মানত করেছিলাম, একদিন মসজিদে হারামে ইতিকাফ করব। এ বিষয়ে আপনার নির্দেশনা কী? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যাও এবং তোমার মানত পূর্ণ করো। তখন হযরত উমর (রা.) গেলেন এবং নিজের মানত পূর্ণ করলেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল এতেকাফ, হাদীস-২০৪২) (ফতহুল বারী, কিতাবুল মাগাযি, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

রসূলুল্লাহ্ (সা.) তখনো জিরানায় ছিলেন। এক রাতে তিনি (সা.) উমরা করার মানসে জিরানা থেকে মক্কা যান। রেওয়ায়েত অনুযায়ী, তিনি (সা.) রাতের বেলা যান এবং সেই রাতেই আবার ফিরেও আসেন। লোকেরা বুঝতেই পারে নি, তিনি (সা.) কোথাও গিয়েছিলেন, কেননা তিনি (সা.) অল্প সময়ের জন্যই গিয়েছিলেন।

[গাযওয়াতুন নবী (সা.) প্রণেতা- ইমাম হালবি, পৃ: ৬৮৩] (উমদাতুল কারী, কিতাবুল হজ্জ, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩০১) [দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.) ,৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৫]

মহানবী (সা.)-এর মদীনায় ফেরার সময় সম্পর্কে লেখা আছে, যুল-ক্বাদা মাসের তখনো ১২ দিন বাকি ছিল আর দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এর পূর্বে তিনি (সা.) হযরত আত্তাব বিন আসীদকে মক্কার শাসক নিয়োগ দেন এবং মহানবী (সা.) তাদের সাথে হযরত মুআয বিন জাবাল ও হযরত আবু মূসা আশআরীকে রেখে যান, যেন তারা লোকদের কুরআন ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করেন। মহানবী (সা.) কিছু পশু নিজের সঙ্গে এজন্য নিয়েছিলেন যেন পথিমধ্যে যাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে তাদের দান করতে পারেন। তিনি (সা.) জিরানা উপত্যকা থেকে যাত্রা শুরু করে সারফ হয়ে মাররুয যাহরানে পৌঁছান এবং নয় দিন সফরের পর তিনি মদীনায় আগমন করেন। যুল-ক্বাদা মাসের তিন রাত তখনো বাকি ছিল।

এই সব অভিযান- মক্কা বিজয়, হাওয়াযিন বিজয় এবং তায়েফবাসীদের ওপর অভিযান মিলিয়ে মোট দুই মাস ১৬ দিন সময় ব্যয় হয়েছিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সীরাতি খাইরিল ইবাদ, ৫ম খণ্ড , পৃ: ৪০৬-৪০৭) (গাযওয়ায়ে হুনাইন, বাশমীল, পৃ: ৩০৬-৩০৭)

প্রাচ্যবিদরা মক্কা বিজয়, হুনাইনের যুদ্ধ এবং তায়েফ অভিযান সম্পর্কে আপত্তি তোলে। যদিও প্রাচ্যবিদরা আপত্তিকর কোনো বস্তুনিষ্ঠ বিষয় পায় নি, তবে তাদের দু -একটি আপত্তি এমন রয়েছে যা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তাই আমিও সেগুলো বলে দিচ্ছি। অধুনা যুগের জনৈক প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম মন্টগোমরি ওয়াট বলেন, কয়েকজন নারী ব্যতিত যাদেরকে জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের প্রদান করা হয়েছিল, বাকি সমস্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও বন্দিদের হযরত মাসউদ বিন আমর গিফারী (রা.)-র তত্ত্বাবধানে জিরানায় রাখা হয়েছিল। (Muhammad at Madina by W.Montgomery Watt Page73Chapter The Battle of Hunayn, The Consolidation of Victory Oxford University Press Karachi2006)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সাবধান! দেহের মধ্যে একখন্ড মাংসপিন্ড আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা সুস্থ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত দেহই সুস্থ থাকে এবং যখন তা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন সমস্ত দেহই অসুস্থ হয়ে পড়ে। মনে রেখো! তা হচ্ছে হৃদয়।" (মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Wasia Begum, Harhari, Murshidabad

একইভাবে স্যার উইলিয়াম ম্যুর লেখেন, বন্দিদের মধ্যে থেকে তিনজন সুন্দরী নারীকে মহানবী (সা.)-এর নিকট আনা হলে তিনি (সা.) তাদের মধ্যে একজন হযরত আলী (রা.), একজন হযরত উসমান (রা.) এবং একজন হযরত উমর (রা.)-কে প্রদান করেন। হযরত উমর (রা.) তার অংশে প্রাপ্ত নারীকে নিজের ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)-কে দান করেন। বাকি দুইজনের বিষয়ে সঠিক জানা যায় না, তাদের ক্ষেত্রে কী করা হয়েছে। যাহোক, এ প্রসঙ্গে তিনি মহানবী (সা.)-এর জীবনী লিখতে গিয়ে লিখেছেন, এর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর জীবনীর একটি অন্তর্নিহিত জ্ঞান লাভ হয়। অর্থাৎ তিনি (সা.) সেসব ব্যক্তিকে এমন বন্দি নারীদের দান করেছিলেন, যাদের মধ্যে একজন তার স্ত্রীর পিতা এবং দুইজন তার মেয়ের স্বামী তথা জামাতা ছিলেন।

(The Life of Mahomet by Sir William Muir page435 Chapter The Hawazinite Prisoners Released, Mahomet Presents Female Slaves to Ali,Othman and Omar London Smith,Elder, &CO., 15 Waterloo Place1878)

অর্থাৎ তিনি স্বজনপ্রীতি করেছেন, আগেই দিয়ে দিয়েছেন।

তিনি আপত্তির ছলে বা দুষ্কৃতিমূলকভাবে একটি ঘটনা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। এর কারণ হলো, হুনাইনের যুদ্ধের সময় বন্দিদের এই ধরনের বণ্টন এবং দাসীদের এভাবে দেওয়ার যে কথা রয়েছে, তা সীরাতে হালবিয়া বা তাবাকাত ইবনে সা'দ-এ পাওয়া যায় না। তবে সম্পদের বণ্টনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাবাকাত ইবনে সা'দ-এ লেখা আছে, সেদিন মুসলমানরা ছয় হাজার বন্দি লাভ করেছিল। মুশরিকরা তখন ইসলাম গ্রহণ করে মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি মানুষের মাঝে সর্বোত্তম। আপনি আমাদের ধনসম্পদ, নারী ও শিশুদের বন্দি করেছেন। তিনি (সা.) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন, যার কাছে এদের কিছু আছে এবং সে যদি তা স্বেচ্ছায় ফেরত দিতে সম্মত হয়, তবে তা হবে সর্বোত্তম। আর যে এ বিষয়ে সম্মত হবে না, সে আমাকে দিয়ে দিক; এটি আমার কাছে ঋণ হিসেবে থাকবে এবং যখন আমি কিছু পাবো তখন এই ঋণ পরিশোধ করব। তখন তারা সবাই বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা একমত এবং তা মেনে নিচ্ছি। মহানবী (সা.) তখন বলেন, আমি জানি না, সম্ভবত তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ থাকতে পারে যে একমত হবে না;যেভাবে পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে। তাই তোমরা তোমাদের প্রতিনিধি পাঠাও যারা আমার কাছে এটি উপস্থাপন করবে। তখন মহানবী (সা.)-এর নিকট একটি প্রতিনিধিদল এসে ঘোষণা করে, তারা এ বিষয়ে সম্মত রয়েছে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১৮)

ইতিপূর্বে হুনাইন যুদ্ধের বন্দিদের ব্যবস্থাপনা এবং তাদের মুক্তির ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর দয়ার্দ্র কর্মপন্থা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের আলোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। স্যার উইলিয়াম ম্যুর এ বিষয়ে খুব ভালোভাবেই অবগত আছেন। তাই তিনি আপত্তিজনক ভঙ্গিতে লিখলেও শেষ পর্যন্ত সত্য প্রকাশ না করে পারেন নি। হুনাইনের সকল বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

(The Life of Mahomet by Sir William Muir page 435 Chapter The Hawazinite Prisoners Released, Mahomet Presents Female Slaves to Ali, Othman and Omar London Smith, Elder, &CO., 15 Waterloo Place1878)

তার এ বক্তব্য তার নিজের আপত্তিকে খণ্ডন করে। এই যুদ্ধের ঘটনাবলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্র থমদিকে বন্দিদের তত্ত্বাবধানের জন্য সাহাবীদের কাছে রাখা হয়েছিল, কিন্তু এটাও স্পষ্ট যে, সব ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার পর অবশেষে তাদের সবাইকে হযরত মাসউদ বিন আমর গিফারীর তত্ত্বাবধানে জিরানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর যখন তায়েফ থেকে ফেরত এসে তিনি (সা.) হাওয়াযিন গোত্রের সাথে আলোচনা করেন তখন তিনি (সা.) বিশেষ কৃপাসুলভ প্রজ্ঞার সাথে প্রত্যেক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত বন্দির মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। পূর্বে যে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে তাতে এসব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ মন্টেগোমারি ওয়াট এই সত্য সম্পর্কে খুব ভালো ভাবে অবহিত। কেননা তিনি এই স্থলে লেখেন, মনে হয় মুহাম্মদ (সা.)-এর (তিরোধানের) দীর্ঘকাল পর শ্রোতারা এসব গল্পে টিকাটিপ্পনি যোগ করেছে। অথবা এটাও হতে পারে যে, এই গল্প কল্পিত, বানোয়াট। (Muhammad At Medina by W.Montgomery Watt page73Chapter The Battle of Hunayn, The Consolidation of Victory Oxford University Press Karachi 2006)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

"সর্বোত্তম যিক্‌র হল : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য (মা'বুদ) নেই "এবং সর্বোত্তম দোয়া হল আলহামদুলিল্লাহ্" অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার। (তিরমিযী, কিতাবুত দাওয়াত)।

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)**

আরেকটি আপত্তি মারগুলিস তায়েফের নেতা মালিক বিন অওফ নাসরী সম্পর্কে করেছে; অর্থাৎ মালিক বিন অওফকে নাকি বলপূর্বক মুসলমান বানানো হয়েছিল।

(Mohammed And The Rise of Islam by D.S Margoliouth Page 403 Chapter The Taking of Meccah G.P Putnam's Sons New York and London The Knickerbocker Press Third Edition)

মারগুলিসের এই আপত্তি একেবারেই ভিত্তিহীন, হযরত রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর সীরাত সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের প্রচলিত আচরণেরই একটি দৃষ্টান্ত। এই রহমাতুললিল-আলামীনের দয়ার ঘটনাকেও ঘৃণ্যভাবে বল প্রয়োগের রূপ দেওয়া হয় যার সাথে বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নেই। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সীরাত ইবনে হিশামে বিদ্যমান। যখন হযরত রহমাতুললিল-আলামীন (সা.) হাওয়াযিনের প্রতিনিধি দলের আবেদন মঞ্জুর করে তাদের বন্দি ও ধনসম্পদ তাদেরকে ফেরত দেন, তখন যেভাবে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) তায়েফে অবস্থানরত নেতা মালিক বিন অওফের কথাও বিবেচনা করেন। তিনি (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আমাকে মালিক বিন অওফের ব্যাপারেও বলো। তার অবস্থা কী? নিবেদন করা হলো, সে সাকীফের সাথে তায়েফে অবস্থান করছে। এতে পুনরায় মালিক বিন অওফের ক্ষেত্রে তাঁর কৃপার প্রকাশ ঘটে। তিনি (সা.) বলেন, তাকে গিয়ে সংবাদ দাও, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার পরিবার ও ধনসম্পদ তাকে ফেরত দেওয়া হবে। কেবল এতটুকুই নয়, বরং তাকে একশ উটও দেওয়া হবে।

এখানে এ বিষয়টি মনোযোগের দাবি রাখে। মহানবী (সা.) বিজেতা ছিলেন, মালিক বিন অওফের কাছ থেকে কোনো সুবিধা আদায় বা স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রশ্নই আসে না। আর কোনো আইনের অধীনে মালিক বিন অওফের ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র কোনো দায়বদ্ধতাও ছিল না। তিনি নিজের চিরন্তন দয়ার আবেগে তাকে ইসলাম গ্রহণ করার বার্তা পাঠান এবং তার পরিবার-পরিজনকে ফেরত এবং ধনসম্পদ ও উট দান করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

অপরদিকে সম্ভবত মালিকের হৃদয়েও পূর্বেই ইসলাম স্থান করে নিয়েছিল। যখন সে তাঁর এই বার্তা পেল তখন তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল; তায়েফ থেকে রওয়ানা হয়ে জিরানা অথবা মক্কায় তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাৎ করল। তখন মালিক মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তিনি (সা.) তাকে তার পরিবার ও ধনসম্পদ এবং অতিরিক্ত একশটি উট দান করেন আর সে ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলাম গ্রহণ করার সময় সে কিছু পঙ্‌ক্তিও আবৃত্তি করে যার মাঝে একটি পঙ্‌ক্তি ছিল-

مَا إِنْ رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ بِمِثْلِ مُحَمَّدٍ -

আমি সব মানুষের মাঝে মুহাম্মদ (সা.)-এর ন্যায় কোনো ব্যক্তিকে দেখি নি, কিংবা তাঁর মতো মর্যাদাবান কোনো ব্যক্তির কথা কখনো শুনি নি। (আসসীরাতুন নববিয়াহ, লি ইবনে হিশাম, পৃ:৭৯৭)

এগুলো ছিল হুনাইনের যুদ্ধের বিশদ বিবরণ। পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ্ অবশিষ্ট যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে আলোচনা হবে।

এখন আমি দুইজন মরহুমের উল্লেখ করতে চাই, পরবর্তীতে তাদের জানাযাও পড়াবো। প্রথমজন হলেন মুকাররম ডাক্তার লাইক আহমদ ফররুখ সাহেব, তিনি কানাডায় বসবাসরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি বহু বছর আফ্রিকায় ওয়াকেফে যিন্দেগী ডাক্তার হিসেবে সেবা প্রদান করেছেন। সম্প্রতি তিনি তিরাশি (৮৩) বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুম মূসী ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে সহধর্মিণী, এক পুত্র ও দুই কন্যা রয়েছেন। মজলিস নুসরত জাহাঁর অধীনে ১৯৭৪ সালে তাকে ঘানায় পাঠানো হয়। ১৯৭৮ পর্যন্ত সেখানে সেন্ট্রাল হাসপাতালে সেবা প্রদান করেছেন। তার ওয়াকফের তিন বছর পূর্ণ হওয়ার পর অসুস্থতার কারণে তিনি ছুটি চাইলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে আরো এক বছর কাজ করতে বলেন। বড়ো বড়ো জটিল সমস্যা তার কাছে আসত। কিছু কিছু রোগী তিনি অন্য সরকারী হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু রোগীরা বলত, যদি চিকিৎসা করাতে হয় তাহলে আহমদী হাসপাতালে এবং আহমদী ডাক্তারের কাছেই চিকিৎসা করাবো। এমন অনেক সফল অস্ত্রোপচার করেছেন যা সফল হওয়ার কোনো আশাই করা যেত না। যাইহোক, এমনই একটি কঠিন সমস্যা

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন, "তোমরা খেজুরের একটি টুকরা (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) দান করে হলেও আগুন হতে বাঁচ।" (বুখারী, কিতাবুয্ যাকাত)।

দোয়াপ্রার্থী: **Late Shohrae Alam & Alia Bibi**
From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (S)

স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া নিয়ে একজন রোগী এসেছিল, যার তিনি চিকিৎসা করেন।অনেক জটিল রোগ ছিল। তিনি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেন, আল্লাহ্ তা'লা(অপারেশন) সফল করেন। ১৯৮৪ সালে তাকে পুনরায় আফ্রি কার গাম্বিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছিল। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে ওয়াকফ হিসেবে কাজ করেন আর ওয়াকফের প্রকৃত চেতনার সাথে সেবা করেন।

তার ছেলে লিখেছেন এবং যথার্থই লিখেছেন যে, তিনি অত্যন্ত নীরব প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। দোয়াকারী, বিনয়, প্রজ্ঞা এবং ধৈর্য ও অবিচলতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। সারা জীবন মানবসেবায় অতিবাহিত করেছেন। ওয়াকফের সময়, বিশেষ করে গাম্বিয়ার ছোটো ও পশ্চাৎপদ গ্রাম আঞ্জোয়ারায় অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতি ছিল। খাবারও পাওয়া যেত না, তীব্র গরম, তার ওপর বিদ্যুৎ, পানি কিছুই ছিল না; এমন পরিস্থি তিতেও তিনি সেবা করে গিয়েছেন। তিনি বলেন, আমিও অসুস্থ ছিলাম আর আমার পায়ে ফোসকা বের হতো। এমতবস্থায় তিনি আমাকে কোলে করে স্কুলে নিয়ে যেতেন। গাড়িতে বসিয়ে স্কুলে নামিয়ে আসতেন। কখনো অভিযোগ করেন নি। এরপর বলেন, আমাদের জন্য পরমসৌভাগ্যের বিষয় ছিল যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৮ সালে সেখানে সফর করেন, তখন বিশেষভাবে আমাদের বাড়িতে যান। ঘরে বসার মতো চেয়ারও ছিল না। কিন্তু হুযূর তাকে বলেন, আমি আপনাদের সাথে খাবার খাবো। বাকি সব স্টাফদের বলেন, তোমরা বাইরে যাও। তিনি বলেন, এটি আমাদের জন্য অনেক বড়ো সম্মানের বিষয় ছিল। লাহোরে চাকু রিকালে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা শোনাতেন যে, একবার আমার রক্তচাপ কমে যায় আর আমি টেবিলে শুয়ে পড়ি। আমার মনে হচ্ছিল, আমি মরে যাব। [ডাক্তাররা কখনো কখনো নিজেদের বিষয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন, কারণ তাদের সেই বিষয়ের জ্ঞানও থাকে।]কিন্তু এরই মধ্যে তিনি আওয়াজ শুনতে পান, 'এখনো সময় আসে নি, কানাডা যাবার পর সময় আসবে'। তিনি বলছেন, এর অনেক বছর পর আল্লাহ্ তা'লা উত্তমরূপে এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখিয়েছেন।

১৯৭৮ সালে তিনি যখন ঘানা থেকে ফেরত আসেন তখন তার জামা'তের প্রতিনিধিদল খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-র সাথে সাক্ষাতের জন্য যায়। খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে দেখে বলেন, তুমি ফেরত চলে এসেছ? আমি পুনরায় তোমাকেসেখানে পাঠাবো যেখান থেকে তুমি এসেছ। তিনি বলেন, আমি বুঝতে পারি নি, কেননা আমি পুনরায় ওয়াকফ করছিলাম না। কিন্তু ১৯৮৩ সালে রাবওয়ার সেক্রেটারি নুসরত জাহাঁর পত্র পেলাম যে, তোমার পদায়ন বিবেচনাধীন রয়েছে, তাই চলে আসো। ১৯৮৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে পুনরায় আফ্রি কার গাম্বিয়ায় পাঠান। তিনি বলেন, এটি আমার কাছে অদ্ভু ত মনে হয়; আমার জন্য এটি নিদর্শন ছিল যে, একজন খলীফা একটি কথা বলেছেন, অপরজন তা পূরণ করেছেন।

ঘানার প্রাক্তন আমীর মরহুম ওয়াহাব আদম সাহেব বলতেন, ডাক্তার সাহেব কোনোরোগীর সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি দেখলে তৎক্ষণাৎ নফল পড়তে আরম্ভ করতেন।

(হুযুর বলেন-) তার ঘানায় অবস্থানকালীন সময়ে আমিও সেদেশে থেকেছি, তার সাথে সময় অতিবাহিত করেছি। আমি তাকে দেখেছি- তিনি অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী এবং মানু ষকে সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি ছিলেন। ওয়াকেফে যিন্দেগীদের অনেক সম্মান করতেন। তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন, বরং স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অতিথিপরায়ণ ছিলেন। তাদের মাঝে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য ছিল যা খুব কম লোকের মাঝেই পাওয়া যায়।

দাউদ হানিফ সাহেব, যিনি বর্তমানে জামেয়া আহমদীয়া কানাডার প্রিন্সিপাল,একসময় তিনি গাম্বিয়া জামা'তের আমীর ছিলেন; তিনি বলেন, মরহুম সর্বদা মানবসেবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। দিন ও রাতের তারতম্য করতেন না; শুধু দেখতেন- কেউ বিপদে বা কষ্টে আছে কি-না; আর যদি দেখতেন, সঙ্গে সঙ্গে তার সাহায্যে ছুটে যেতেন। যে এলাকায় তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেখানে হাসপাতালটি ছোট্ট ছিল। সেখানে যেতে হলে দুটি ফেরি পার হতে হতো। তার বাসস্থানও ছিল এক পুরনো, পরিত্যক্ত স্টোরঘর; সেটি পরিষ্কার করে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে থাকেন। সেখানে বিদ্যুৎ ছিল না, পানিও ছিল না, টেলিফোনও ছিল না। কূপ বা নদী থেকে নিজেকেই পানি সংগ্রহ করতে হতো। আলোর জন্য মোমবাতি বা লণ্ঠন ব্যবহৃত হতো। সার্জারি সাধারণত দিনের বেলায় সূর্যের আলোয় করতেন। অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি তিনি রান্নার চুলার আগুনে জীবাণুমুক্ত করতেন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নবী করীম (সা.) বলেছেন, "তোমরা সর্বাবস্থায় সহজ পদ্ধতি সৃষ্টি কর, জটিলতার সৃষ্টি করো না। তোমরা সুসংবাদ দান কর, কিন্তু ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না।" (মুসিলম, কিতাবুল জিহাদ)।

দোয়াপ্রার্থী: Late Haji Ansar Mandal
From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)

এই কঠিন পরিবেশেও তিনি চিকিৎসা সেবা দিয়ে গেছেন। আজকাল কোনো ডাক্তারকে এমন পরিবেশে কাজ করতে বলা হলে হয়ত তারা কল্পনাই করতে পারবে না- কেমন করে এটি সম্ভব! একবার তার অবস্থানকালীন সময়েই এক রাতে চোরেরা একটি বাড়িতে ডাকাতি করে। লোকজন হইচই আরম্ভ করে এবং চোরদের ধরে ফেলে; তখন চোরদের একজন নিজের 'কাটলাস' তথা তরবারি সদৃশ একটি অস্ত্র বের করে একজনকে আঘাত করে, ফলে তার মাথায় গুরুতর জখম হয়। সঙ্গে সঙ্গে রাতেই ডাক্তার সাহেবকে ডাকা হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ টর্চলাইট ও মোমবাতির আলোতেই তার অস্ত্রোপচার করেন- যা আজকের দিনে কল্পনাতীত, আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অপারেশন সফল হয়, রোগী বেঁচে যায়।আরেকবার এক গরিব মানুষ ডাক্তার সাহেবের কাছে এসে বলে, আমার গ্রাম অনেক দূরে, কোনো যাতায়াতের ব্যবস্থা নেই। আমি রোগীকে আনতে পারছি না; আপনি দয়া করে গিয়ে দেখে আসুন। ডাক্তার সাহেব তখনই তার সঙ্গে রওয়ানা হন, রোগীকে দেখে চিকিৎসা করেন এবং সে সুস্থ হয়ে যায়। উক্ত এলাকার সংসদ সদস্য যখন এ ঘটনার খবর পান, তখন তিনি নিজে এসে ক্লিনিকে ডাক্তার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্র কাশ করেন। এরপর থেকে যখনই সেই এমপি আসতেন, তার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করতেন এবং বলতেন, সত্যিকার অর্থে মানবসেবা আপনারাই করছেন! আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও করুণা প্রদর্শন করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন, তার স্ত্রী-সন্তানদের স্বীয় নিরাপত্তার মাঝে রাখুন এবং তাদেরকেধৈর্য ও মনোবল দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা ভারতের হায়দ্রাবাদ নিবাসী হামীদ আহমদ গওরী সাহেবের; তিনিওসম্প্রতি ৭৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার সহধর্মিণী, এক কন্যা ও চার পুত্র রয়েছেন, নাতিনাতনিরা রয়েছে। তার সব সন্তানই কোনো না কোনোভাবে জামা'তের সেবায় নিয়োজিত। তিনি নাযেরে আলা কাদিয়ান ইনাম গওরী সাহেবের ছোটো ভাই এবং আলবেনিয়া জামা'তেরমুবাল্লিগ ও প্রেসিডেন্ট সামাদ গওরী সাহেবের পিতা ছিলেন।তিনি নিয়মিত নামায ও রোযা পালনকারী ছিলেন, তাহাজ্জু দে অভ্যস্ত ছিলেন। পবিত্র কুরআনের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। নিয়মিত তিলাওয়াত করতেন এবং মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন। যতদিন সুস্থ ছিলেন, নফল নামায শেষ করে ফজরের আগে পাড়ার আহমদী বাড়িগুলোতে গিয়ে কড়া নেড়ে নামাযে যেতেন এবং লোকজনকে ফজরের নামাযের জন্য ডাকতেন। হজ্জ ও উমরা পালনের সৌভাগ্যও তার হয়েছিল। খিলাফতের নির্দেশের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত ছিলেন, আর যত ছোটো বা যত বড়ো নির্দেশই হোক না কেন- সবসময় চেষ্টা করতেন, আমি নিজে আগে তা পালন করব; যেহেতু তিনি জামা'তে খুতবাও দিতেন তাইবলতেন, আমি আগে নিজে আমল করব, তারপর জামা'তকে বলব। এবং আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি এক্ষেত্রে সফলও ছিলেন।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও করতেন, বাড়িতে হোমিও ঔষধের বিরাট ভাণ্ডার রাখতেনআর রোগীদেরকে বিনামূল্যে ঔষধও দিতেন। আর্থি ক কুরবানীর ক্ষেত্রেও অগ্র গামী ছিলেন।এক নিকটাত্মীয় বলেন, আমার হিস্যায়ে আমদ-এর চাঁদা কিছুটা বকেয়া পড়ে যায়। মরহুম সেক্রেটারি মাল সাহেবের কাছে যান এবং নিজে আমার পক্ষ থেকে সেই বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করে দেন আর আমাকে সতর্ক করে বলেন, আগামীতে যেন আর চাঁদা বকেয়া না হয়, শুরুতেই চাঁদা আদায় করবে। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী ছিলেন এবং বার বার নিকটাত্মীয়দের নিজের বাড়িতে একত্র করতেন এবং তাদের দুঃখ ও আনন্দ ভাগ করে নিতেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি এবং মুবাল্লিগদের অনেক সম্মান করতেন। হায়দ্রাবাদের নায়েব আমীর, সেক্রেটারি তা'লীমুল কুরআন এবং নিজ হালকায় জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন,আনসারুল্লাহ্র নাযেমও ছিলেন, দক্ষিণ ভারতের নায়েব সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ হিসেবেও সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। যাহোক, জামা'তের অনেক সেবা করার সুযোগ হয়েছে তার। এখানকার জলসাতেও একবার অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন। তার ছেলে, যিনি আলবেনিয়ার মুবাল্লিগ সিলসিলাহ, তিনি পিতার জানাযায় অংশ নিতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও ধৈর্য ও মনোবল দান করুন। যাহোক, পরবর্তীতে তার জানাযার নামায পড়াবো।

(আল ফজল ইন্টার ন্যাশনাল, ২৪ শে অক্টোবর, ২০২৫)

**** **** ****

মহানবী (সা.)-এর বাণী

হযরত রসূল করীম (সা.)বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য হজ করে এবং অশ্লীল কথা না বলে এবং কোন ঝগড়া-বিবাদ না-করে, তাহলে সে ঐ দিনের মত প্রত্যাবর্তন করবে, যেদিন তাকে তার মাতা প্রসব করেছিলেন (অর্থাৎ, নিষ্পাপ হয়ে যাওয়া অবস্থায়)।" (মুসলিম, কিতাবুল মানাসিক)।

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

নিকাহ ও বিবাহ এমন এক আনন্দঘন অনুষ্ঠান, যা সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর জন্য আনন্দ ও সুখের বার্তা বয়ে আনে। কিন্তু যেসব আয়াত তেলাওয়াত করা হয়েছে এবং যে বিধানসমূহ আল্লাহ তাআলা বিবাহ সম্পর্কে অবতীর্ণ করেছেন, তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, যদি ঐশী নির্দেশনাগুলো অনুসরণ না করা হয়, তবে এই আনন্দের মুহূর্তই দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয়ে উঠতে পারে- উভয় পরিবারের জন্যই, বর-কনের জন্যও।

যখনই আমাকে কোনো নিকাহ ঘোষণা করার অনুরোধ করা হয়, বর্তমান বৈবাহিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে এক ধরনের চিন্তা জাগে- বিশেষত কনের প্রতি। আমি প্রার্থনা করি, যে ঘরে সে প্রবেশ করছে, সেটি যেন তাকে স্নেহ, সৌজন্য ও মর্যাদার সঙ্গে বরণ করে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষায় কানাডা সরকারের প্রচেষ্টাকে আমরা আন্তরিকভাবে সমর্থন করি এবং বিশ্বব্যাপী এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করব। আমরা যা প্রচার করি, তা-ই আমরা নিজেরা বাস্তবে পালন করি। এবং আমরা ইতোমধ্যেই এর বাস্তব প্রমাণ দিয়েছি-যখন "Office for Religious Freedom"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমাদের আহমদীয়া সদর দপ্তর পিস ভিলেজ, অন্টারিও-তে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা করেছেন যে, সমস্ত মসজিদ তাঁরই জন্য- অর্থাৎ, এগুলো আল্লাহ্‌রই সম্পত্তি। যদিও মানুষের হাতে এগুলো নির্মিত হয়, তথাপি প্রকৃত অর্থে কোনো মসজিদ তখনই "আল্লাহ্‌র ঘর" হিসেবে গণ্য হয়, যখন তা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় এবং সর্বদা উন্মুক্ত থাকে তাদের জন্য- যারা শান্তি কামনা করে ও মহান সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করতে চায়।

এই নীতিটি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের প্রিয় প্রভু, মহানবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জীবনে।

একজন সত্যিকারের মুসলমানের পক্ষে অন্যায়ে অংশগ্রহণ করা বা বিভেদ সৃষ্টি করা কখনোই সম্ভব নয়। তদ্রুপ, একজন প্রকৃত মুসলমান কখনোই আল্লাহ্‌র গৃহ তথা মসজিদকে সন্ত্রাস বা ঘৃণার কেন্দ্র হিসেবে রূপান্তরিত করতে পারে না।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সফর (২০১৩)-এর প্রতিবেদন

সংসদ সদস্য জিম ক্যারিগিয়ানিসের ভাষণ

এরপর সংসদ সদস্য মি. জিম ক্যারিগিয়ানিস বক্তৃতা দেন। তিনি "আস-সালামু 'আলাইকুম" বলে সূচনা করেন এবং স্মরণ করিয়ে দেন যে, ২০১০ সালে তিনি সংসদে লাহোরের আহমদীয়া মসজিদে হামলার নিন্দাসূচক একটি প্রস্তাব পেশ করেন, যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল।

তিনি বলেন: "আজ আমরা এক মসজিদের উদ্বোধন উদ্যাপন করছি, কিন্তু আমরা ভুলে যেতে পারি না- বরং ভুলে যাওয়া উচিত নয়-যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া মুসলমানরা এখনও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন; লিবিয়া, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, এবং বিশেষ করে পাকিস্তানে। যদি আপনি পাকিস্তানে আহমদী হন- আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন- আপনি প্রতিদিন বিপদের মুখে জীবনযাপন করেন; আপনি ঘর থেকে বের হলে জানেন না আপনি নিরাপদে ফিরতে পারবেন কি না।"

তিনি আরও বলেন: "মানুষের ধর্ম বা বিশ্বাস যাই হোক, প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার হলো স্বাধীনভাবে উপাসনা করা। আমাদের

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

সবাই একসাথে কাজ করতে পারি এই অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। অনেক দেশেই দীর্ঘদিন ধরে মৌলিক মানবাধিকার-যেমন ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা-উপেক্ষিত হয়েছে। কানাডা, জি৮ ও জি২০-এর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে, তাদের প্রতি দৃঢ় কণ্ঠে কথা বলার নৈতিক দায়িত্ব বহন করে। প্রয়োজনে কমনওয়েলথ সহ আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে এমন দেশগুলোর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশ্বকে স্পষ্ট বার্তা দিতে হবে-মানবাধিকারের লঙ্ঘন সহ্য করা হবে না।"

তিনি শেষে বলেন: "আমি পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে হযূর আনোয়ারকে কানাডায় স্বাগত জানাচ্ছি এবং বাইতুর রহমান মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

মাননীয় রব নরিস-এর ভাষণ

(সাসকাচেওয়ান প্রদেশের সংসদ সদস্য এবং প্রাক্তন উচ্চশিক্ষা, কর্মসংস্থান ও অভিবাসনমন্ত্রী)

তিনি "আসসালামু 'আলাইকুম" বলে বক্তব্য শুরু করেন এবং বলেনঃ "সাসকাচেওয়ান সরকারের পক্ষ থেকে আমি গভীর সম্মান ও আনন্দের সঙ্গে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছি। এই মসজিদ ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের এক অমূল্য সংযোজন। আমাদের প্রদেশ সাসকাচেওয়ানেও বহু আহমদী আছেন, যাঁরা সমাজে তাঁদের অনন্য অবদানের মাধ্যমে আমাদের সামাজিক কাঠামোকে শক্তিশালী করে তুলেছেন।

আহমদী সম্প্রদায়ের সদস্যরা আমাদের শিশু, পরিবার ও সমাজের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। প্রতি বছর কানাডা দিবস উপলক্ষে আহমদী জামা'আত যে বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহ আয়োজন করে, তা আমাদের জাতীয় ঐক্য, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মানবসেবার চেতনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"

তিনি শেষে বলেনঃ "সাসকাচেওয়ানের প্রিমিয়ার ব্র্যাড ওয়াল সাহেবের পক্ষ থেকেও আমি হযরত আমীরুল মুমিনীনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। 'বাইতুর রহমান' মসজিদ যেন সত্যিকার অর্থে শান্তি ও ঐক্যের প্রতীক হয়ে ওঠে-এই প্রার্থনা করি।"

মাননীয় মনমীত সিং ভুল্লার-এর ভাষণ

(আলবার্টা প্রদেশের সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী ও প্রথম পাগড়িধারী শিখ মন্ত্রী)

তিনি "আসসালামু 'আলাইকুম" বলে বক্তব্য শুরু করেন এবং গভীর আবেগে বলেনঃ "আজকের এই মুহূর্ত আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ও গৌরবময় মুহূর্ত। হযরত খলিফাতুল মসীহের সান্নিধ্যে এই মঞ্চে দাঁড়াতে পারা আমার জন্য এক বিশাল আশীর্বাদ। আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তাঁকে এবং সেই সঙ্গে দেশব্যাপী যাঁরা আহমদী জামা'তের প্রতি সংহতি প্রকাশ করতে উপস্থিত হয়েছেন।"

তিনি বলেনঃ "কানাডার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হলো-এখানে বাকস্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা সবার জন্য নিশ্চিত। সংখ্যালঘু অধিকারের ধারণা রাজনীতিতে আলোচিত হওয়ার বহু আগে থেকেই কানাডার আইন এ স্বাধীনতার গ্যারান্টি দিয়েছে।

আমি এখনো স্মরণ করি, আশির দশকে যখন বিতর্ক উঠেছিল-'রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশের সদস্যরা কি পাগড়ি পরতে পারবেন?'-তখন কানাডার প্রতিষ্ঠানসমূহ ন্যায়ের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিল। সুতরাং, আমাদের নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব হলো-এই মহৎ মূল্যবোধকে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া।"

শেষে তিনি বলেনঃ "যেভাবে আপনারা কানাডার জন্য কাজ করেন, আমরাও তেমনি আপনাদের সঙ্গে আছি। আহমদীয়া মুসলিম জামা'আত দেশব্যাপী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ঐক্যের সেতুবন্ধন তৈরি করছে, এবং আমরা এই মহৎ প্রচেষ্টায় আপনাদের সহায়ক হতে গর্ববোধ করি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে যেখানে যেখানে আহমদী সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি, সর্বত্র ভালোবাসা, বিনয় ও সদয় আচরণ পেয়েছি। এটি প্রমাণ করে-আপনারা হৃদয়ে সত্যনিষ্ঠ ও মানবতার সেবক।

আলবার্টা প্রদেশের পক্ষ থেকে এবং আমার দলের পক্ষ থেকে আমি

মহানবী (সা.)-এর বাণী

হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হয় তখন তাদেরকে নামাযের জন্য আদেশ দান কর। আর যখন তাদের বয়স দশ বছর হয় তখন তাদের এই ব্যাপারে শাসন কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। (আবু দাউদ)।

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

'বাইতুর রহমান' মসজিদ নির্মাণের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

মিসেস মারিলিন ইয়াফ্রাতে-এর ভাষণ

(সিটি অফ ভন-এর প্রতিনিধি)

তিনি "আসসালামু 'আলাইকুম" বলে বক্তব্য শুরু করেন এবং বলেনঃ

"ডেল্টা শহরে এই মহিমান্বিত মসজিদ নির্মাণের জন্য আমি হযরত খলিফাতুল মসীহ ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'আতের সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

ডেল্টা ও ব্রাম্পটনের মেয়রগণ এবং যেসব শহরে ভবিষ্যতে আহমদী মসজিদ নির্মিত হবে-তাঁদের বলব, আপনাদের শহর সত্যিই সৌভাগ্যবান যে আহমদী সম্প্রদায় সেখানে বসবাস করছে।

রাজনীতিতে আসার আগেই আমি বহু বছর আহমদী জামা'আতের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। আমি তাঁদের একনিষ্ঠ পরিশ্রম, মানবসেবা ও দেশপ্রেম প্রত্যক্ষ করেছি।

আহমদীরা এমন মানুষ-যাঁরা নিরলসভাবে সমাজ ও দেশের কল্যাণে কাজ করে চলেছেন। আমি তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করতে গর্ব অনুভব করি এবং আবারও অভিনন্দন জানাই এই মহান মসজিদের উদ্বোধনের জন্য।

ইনশাআল্লাহ, আহমদী মসজিদসমূহের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে, এবং প্রতিটি নতুন মসজিদ হবে শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের আলোকবর্তিকা।"

কাউন্সিলর রন স্টার-এর ভাষণ

(সিটি অফ মিসিসাগা)

তিনি "আসসালামু 'আলাইকুম" বলে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুরু করেন এবং হযরত খলিফাতুল মসীহকে মিসিসাগা সিটির পক্ষ থেকে একটি সম্মাননাপত্র প্রদান করেন।

তিনি বলেনঃ "মিসিসাগা শহরে আমরা ১৮ই মে-কে 'আহমদীয়া দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছি। মেয়র হ্যাজেল ম্যাককলিয়ন, সিটি কাউন্সিল ও মিসিসাগার নাগরিকদের পক্ষ থেকে আমি আনন্দ প্রকাশ করছি যে, আহমদী জামা'আত আমাদের সমাজের এক প্রাণবন্ত ও কার্যকর অংশ হিসেবে ক্রমাগত অগ্রগতি অর্জন করছে।

মনে হচ্ছে এখন যেন এক বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে-কে আগে নতুন মসজিদ নির্মাণ করবে! আমি আশা করেছিলাম আমাদের মেয়রও আজ এখানে উপস্থিত থাকবেন এবং ঘোষণা করবেন যে মিসিসাগায়ও আমরা শিগগিরই সর্ববৃহৎ আহমদী মসজিদ নির্মাণ করতে যাচ্ছি।"

তিনি আরও বলেনঃ "এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আমি এক বিশেষ শান্তির অনুভূতি পাচ্ছি। এখানে এমন এক পরিবেশ রয়েছে যা আশার আলো ছড়ায় এবং আমাদের মনে বিশ্বাস জাগায়-আমরা একসঙ্গে থাকলে প্রকৃত শান্তি অর্জন সম্ভব।

আল্লাহ করুন, শান্তি ও নিরাপত্তা সর্বদা আপনাদের সঙ্গে থাকুক।"

সমাপনী বক্তব্য

(জনাব লাল খান মালিক, জাতীয় সভাপতি, আহমদীয়া মুসলিম জামা'আত কানাডা)

শেষে জনাব লাল খান মালিক সাহেব সমাপনী বক্তব্যে সকল অতিথি ও অংশগ্রহণকারীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেনঃ "আমরা আনন্দিত যে কানাডার বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অসংখ্য সম্মানিত অতিথি আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। দেশজুড়ে বহু মানুষ তাঁদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন।

এই 'বাইতুর রহমান' মসজিদ কেবল একটি স্থাপত্য নয়-এটি জাতীয় ঐক্য, মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। এটি হবে শান্তি, করুণা ও আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রবিন্দু, যেখান থেকে সর্বদা মানবতার কল্যাণের আহ্বান ধ্বনিত হবে।

আহমদীয়া জামা'আতের মসজিদসমূহ বিশ্বের যে প্রান্তেই হোক, সবই মানবতার সেবায় নিবেদিত আলোকবর্তিকা। আমরা সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে আহ্বান জানাই-আসুন, বিভেদ নয়, মানবতার সেতুবন্ধন গড়ে তুলি।"

এরপর হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আই.) দোআর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

দোআয় তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করেন যেন-এই মসজিদ শান্তি, ঐক্য ও আল্লাহভীতির প্রতীক হয়ে ওঠে; এখানে আগত প্রত্যেক হৃদয় যেন আত্মিক প্রশান্তি ও ন্যায়ের পথে দিকনির্দেশনা লাভ করে।"

দো'আ শেষে, সকল অতিথি ও উপস্থিত সদস্যগণ হযূর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

পরিশেষে, অতিথিদের আপ্যায়ন ও অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাতে সবার মধ্যে ছিল গভীর ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও ভ্রাতৃত্বের উষ্ণ আবহ।

এইভাবে, ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ডেল্টা শহরে 'বাইতুর রহমান মসজিদ'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান এক অবিস্মরণীয় সাফল্য অর্জন করে- যা কানাডার ইতিহাসে ও বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'আতের ধারাবাহিক অগ্রযাত্রায় এক অনন্য অধ্যায় হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

হযরত মির্জা মসরূর আহমদ (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহহুদ, তাআউয ও তাসমিয়াহ্ পাঠের পর হুজুর আনওর বলেনঃ

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ- আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু- আল্লাহ্‌র শান্তি, রহমত ও বরকত আপনাদের সকলের উপর বর্ষিত হোক।

প্রথমেই আমি আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যে আপনারা আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আজ ভ্যাঙ্কুভারে এই মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন।

হুজুর আনওর বলেন: মানবজীবনের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, মানুষ প্রায়ই সামাজিক বা পারিবারিক অনুষ্ঠানসমূহে একে অপরকে আমন্ত্রণ জানায়। সাধারণত এমন আমন্ত্রণ কেউ অগ্রাহ্য করে না, যদি না বিশেষ কোনো কারণ থাকে। বাস্তবিকই, প্রত্যেক জাতি, বর্ণ ও ধর্মের মধ্যেই একে অপরের সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার রেওয়াজ বিদ্যমান।

কিন্তু কোনো অমুসলিম যখন কোনো ধর্মীয় বা ইসলামী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন, তখন তা সহনশীলতার এক অনন্য উদাহরণ এবং অপরের প্রতি বোঝাপড়া ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ।

আজকের অনুষ্ঠানটিও তদ্রূপ এক ধর্মীয় উপলক্ষ- আমরা এখানে একটি মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে একত্রিত হয়েছি। এই প্রদেশে এটি প্রথম মসজিদ, যা এক পবিত্র উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে, এবং এর উদ্বোধন আমাদের জন্য গভীর আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার বিষয়।

আসলে, আজ আপনাদের সৌজন্যমূলক উপস্থিতি- আমাদের এই আনন্দের মুহূর্তে শরিক হওয়ার সদিচ্ছা- আমাদের কাছে এমন এক অনুগ্রহ, যা একটি সাধারণ সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদানের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।

হুজুর আনওর বলেন: আমার আন্তরিক আশা ও প্রার্থনা, এই মসজিদটির নির্মাণ আমাদের জামাত ও এই এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে। একইসঙ্গে, যেসব অমুসলিমের মনে ইসলাম সম্পর্কে কোনো আশঙ্কা বা সংশয় থাকতে পারে, তারা যেন তা দূর করতে পারেন এবং ইসলামের প্রকৃত ও মনোমুগ্ধকর চিত্র প্রত্যক্ষ করতে পারেন- এটাই আমার কামনা ও দোয়া।

হুজুর আনওর আরও বলেন:এই সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক বক্তব্যের পর আমি অল্প কিছু সময়ে "মসজিদ" শব্দটির প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে চাই।

আরবি শব্দ "মসজিদ" ইংরেজিতে সাধারণত "মস্ক" হিসেবে অনূদিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি শব্দটি আরবি শব্দ মসজিদ-এর গভীর তাৎপর্য ও আত্মিক ভাবসম্পদ পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে না। তাই আমি এর প্রকৃত অর্থ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করব।

মসজিদ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো- ইবাদতের স্থান, অর্থাৎ এমন এক স্থান যেখানে মানুষ আল্লাহ্ তাআলার সম্মুখে সেজদায় নত হয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা করেছেন যে, সমস্ত মসজিদ তাঁরই জন্য- অর্থাৎ, এগুলো আল্লাহ্‌রই সম্পত্তি। যদিও মানুষের হাতে এগুলো নির্মিত হয়, তথাপি প্রকৃত অর্থে কোনো মসজিদ তখনই "আল্লাহ্‌র ঘর" হিসেবে গণ্য হয়, যখন তা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় এবং সর্বদা উন্মুক্ত থাকে তাদের জন্য- যারা শান্তি কামনা করে ও মহান সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করতে চায়।

এই নীতিটি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের প্রিয় প্রভু, মহানবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জীবনে।

একবার নজরান নামক অঞ্চল থেকে একদল খ্রিষ্টান প্রতিনিধি মদীনায় আগমন করেন। যখন তাদের নামাজের সময় হয়, তখন তারা উৎকণ্ঠিত হয়ে উপযুক্ত স্থান খুঁজতে লাগলেন। নবী করিম (সা.) তাদের উদ্বিগ্ন দেখে বললেন- চিন্তা করো না, তোমরা মুসলমানদের মসজিদেই তোমাদের প্রার্থনা সম্পাদন করতে পারো। তিনি নিজেই তাদের মসজিদে প্রার্থনার অনুমতি দিলেন।

হুজুর আনওর বলেন: বর্তমান যুগে বহু অমুসলিম নবী করিম (সা.)-এর প্রতি আপত্তি উত্থাপন করে বলে থাকে- নাউযুবিল্লাহ- তিনি নাকি অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু ছিলেন।

আসলে ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে এক অবিরাম প্রচারণা চলে আসছে। একদিকে ধর্মবিরোধী লোকেরা ধর্মকে ভয় পায়, অন্যদিকে তারা ইসলাম ও নবী করিম (সা.)-এর বিরুদ্ধে নিন্দা ও ঘৃণার জঘন্য অভিযান চালায়।

তাদের এই আচরণের মূল কারণ হলো ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস ও সত্য শিক্ষার অজ্ঞতা।

অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, কিছু তথাকথিত মুসলমানের সহিংস

হাদীস

হযরত রসূল করীম (সা.) কখনও বিধবা ও অভাবী লোকদের সাহচর্যকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন না এবং তাদেরকে এড়িয়েও চলতেন না। বরং তিনি তাদের অভাব মোচন করে দিতেন। (মুসনাদ, দারমী)।

দোয়াপ্রার্থী: Late Abu Bakar Siddiq & Manjuara Mandal
From: Abu Hasan Mondol . Bithari, 24 PGS (N)

আচরণ এই ভয় ও বিদ্বেষকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে স্পষ্টভাবে বলা আবশ্যক- এই তথাকথিত মুসলমানরা এসব কাজ করেছে কারণ তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও নবী করিম (সা.)-এর পবিত্র আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

আমি ইতিমধ্যেই নবী করিম (সা.)-এর করুণার একটি উদাহরণ দিয়েছি- যখন তিনি খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদলকে মসজিদে প্রার্থনার অনুমতি দিয়েছিলেন।

এখন আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কুরআনের শান্তি সম্পর্কিত শিক্ষা উপস্থাপন করছি।

সুরা আল-বাকারায় আল্লাহ তা'লা বলেন:"আর তার চেয়ে বড় জালেম আর কে, যে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণে বাধা দেয় তাঁর মসজিদসমূহে এবং সেগুলো ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয়?"

এই আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট আদেশ দেওয়া হয়েছে- যে মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌র প্রকৃত ঘর, সেগুলোর দরজা সবসময় উন্মুক্ত থাকবে তাদের জন্য যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে চায়।

অতএব, কোনো প্রকৃত মুসলমান কখনও এত অন্যায় করতে পারে না যে, কাউকে আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে বিরত রাখবে।

যদি কেউ মুক্তমনে ইসলামের মহৎ শিক্ষাগুলো অধ্যয়ন করে, তবে সে দেখবে- এসব শিক্ষা আলো ও জ্ঞানে উদ্ভাসিত। আমি যখনই সুযোগ পেয়েছি ইসলামের সত্য শিক্ষা অমুসলিম বন্ধুদের সামনে উপস্থাপন করার, তারা সর্বদা বিস্মিত হয়েছে এর সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতা দেখে।

তবে যেমনটি আগে বলেছি, কিছু মুসলমান তাদের বিভ্রান্ত ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা ইসলামের প্রতি ভয় সৃষ্টি করেছে, সৌন্দর্য প্রকাশ না করে- যা একান্তই নিন্দনীয়।

ইসলামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভালোবাসা, সহানুভূতি ও শান্তি-র ভিত্তিতে। এটি কেবল মুখের কথা নয়, বরং বাস্তব সত্য।

আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই- যারা স্বার্থসিদ্ধি বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ইসলামের নাম কলুষিত করে, তারা ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

ইসলামের সঙ্গে চরমপন্থা, সন্ত্রাসবাদ বা অন্যায়- কোনো সম্পর্কই নেই।

হুজুর আনওর (আই.) বলেন:

যেখানে পবিত্র কুরআন দৃঢ়তা বা কঠোরতার অনুমতি দিয়েছে, সেখানে তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছে কেন এবং কোন প্রেক্ষাপটে সে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। যখনই যুদ্ধের অনুমতির উল্লেখ এসেছে, তা এসেছে কেবল এই উদ্দেশ্যে-যেন পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

যখন কুরআন মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিল, সেই অনুমতি কেবল ইসলামের সুরক্ষার জন্য নয়, বরং সকল ধর্ম ও সকল মানুষের সুরক্ষার জন্যও প্রদান করা হয়েছিল। ইতিহাস এই সত্যের সাক্ষ্য বহন করে।

সূরা আল-হজ্জের ৪০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে, তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে - আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম।"

এই নির্দেশ যথাযথভাবে বুঝতে হলে, সে সময়কার পরিস্থিতি উপলব্ধি করা আবশ্যক। মুসলমানরা শান্তি রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিল, নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগ করেছিল। তবুও তাদের উপর নেমে এসেছিল নির্মম ও নিষ্ঠুর নির্যাতন; তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল; তারা নিজ নিজ গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল; এবং ইসলামের শত্রুরা নিষ্ঠুরতার সব সীমা অতিক্রম করেছিল।

এই চরম অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দিলেন এবং এর সঙ্গে বিজয় ও সহায়তার প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

জাগতিকতার মানদণ্ডে মুসলমানরা ছিল দুর্বল ও স্বল্পসংখ্যক, কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, যিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী, তাঁদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়- এই ঐশী প্রতিশ্রুতি যথার্থই পূর্ণ হয়েছে।

মক্কার অবিশ্বাসীরা ছিল বৃহৎ ও সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর অধিকারী, অথচ মুসলমানরা ছিল সংখ্যায় এক-তৃতীয়াংশেরও কম, এবং তাদের কাছে প্রায় কোনো অস্ত্রই ছিল না। তবুও, এই অসম যুদ্ধ সত্ত্বেও, মুসলমানরা অলৌকিকভাবে বিজয় অর্জন করেছিল-কারণ তারা যুদ্ধ করেছিল কেবল সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য, শান্তি স্থাপন ও অত্যাচার অবসানের উদ্দেশ্যে।

অতএব, যুদ্ধের অনুমতি ছিল সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক, এবং তাদের সঙ্গে ছিল আল্লাহ্‌র সহায়তা।

পরবর্তী আয়াতে পবিত্র কুরআন আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে যে, যদি এই আত্মরক্ষামূলক অনুমতি প্রদান না করা হতো, তবে পৃথিবীতে কোনো ধর্ম ও কোনো উপাসনালয়ই টিকে থাকত না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

"যাদের গৃহ থেকে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত করা হয়েছে-কেবল এই কারণে যে তারা বলেছিল, 'আমাদের প্রভু হলেন আল্লাহ।' আর যদি আল্লাহ মানুষদের একে অপরের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে নিশ্চয়ই মঠ, গির্জা, উপাসনালয় ও মসজিদ-যেখানে আল্লাহর নাম প্রচুর পরিমাণে স্মরণ করা হয়-সবই ধ্বংস হয়ে যেত। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁর পথে যারা সাহায্য করে, তাদের সাহায্য করেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান।"

এই আয়াত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, যদি আত্মরক্ষার অনুমতি না দেওয়া হতো, তবে কোনো ধর্ম এবং কোনো উপাসনালয়ই অবশিষ্ট থাকত না-না মন্দির, না গির্জা, না সিনাগগ, না মসজিদ; বিশ্বাসবিরোধীরা সবকিছু ধ্বংস করে ফেলত।

অতএব, কারও ধর্মবিশ্বাসের কারণে তাকে নির্যাতন করা আল্লাহ্‌র নিকট এক গুরুতর অপরাধ, যা তিনি ঘৃণা করেন। সুতরাং, অত্যাচার প্রতিরোধের জন্যই কেবল সীমিত ও প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে প্রথমেই মসজিদের নাম উল্লেখ করেননি। বরং তিনি প্রথমে অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়ের নাম-মঠ, গির্জা ও সিনাগগ-উল্লেখ করেছেন, এবং তার পরে মসজিদের কথা বলেছেন।

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, মুসলমানদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কেবল ইসলামের সুরক্ষার জন্য নয়, বরং সকল ধর্ম ও সকল উপাসনালয়ের রক্ষার্থে।

এই অর্থে বলা যায়-ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রথম সনদ পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ হয়েছিল, এবং এটি মসজিদের ধারণার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

অর্থাৎ, যখনই একটি নতুন মসজিদ নির্মিত হয়, তখনই ধর্মীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে।

একটি মসজিদ কেবল উপাসনার অধিকার রক্ষা করে না, বরং সকল ধর্মের রক্ষার দায়িত্বও ঘোষণা করে।

হুজুর আনওর বলেন: আমি এটিও স্বীকার করতে চাই যে, কানাডা পৃথিবীর অল্প কয়েকটি দেশের মধ্যে অন্যতম-সম্ভবত দ্বিতীয় বা তৃতীয়-যারা "Office for Religious Freedom" প্রতিষ্ঠা করেছে।

আমার দৃষ্টিতে, এই মহৎ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কানাডা সরকার প্রশংসা ও অভিনন্দনের দাবিদার। কারণ, ধর্মীয় স্বাধীনতা দেশ ও বিদেশে প্রচারের মাধ্যমে কানাডা সেই কাজই করছে, যা আসমান ও জমিনের স্রষ্টার নিকট প্রিয়।

হুজুর আনওর আরও বলেন: আমরা আহমদী মুসলমানরা বিশ্বাস করি, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন এই যুগের আল্লাহ প্রেরিত সংস্কারক ও ইমাম, যিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

অতএব, আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করি যে, আমরাই সেই আহমদীরা, যারা ইসলামের মূল ও বিশুদ্ধ শিক্ষার অনুসারী-যা পবিত্র কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা দ্বারা প্রমাণিত। আমরা সর্বশক্তি দিয়ে এই বিশুদ্ধ শিক্ষাগুলি বিশ্বের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি।

সুতরাং, ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষায় কানাডা সরকারের প্রচেষ্টাকে আমরা আন্তরিকভাবে সমর্থন করি এবং বিশ্বব্যাপী এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করব। আমরা যা প্রচার করি, তা-ই আমরা নিজেরা বাস্তবে পালন করি। এবং আমরা ইতোমধ্যেই এর বাস্তব প্রমাণ দিয়েছি-যখন "Office for Religious Freedom"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমাদের আহমদীয়া সদর দপ্তর পিস ভিলেজ, অন্টারিও-তে।

হুজুর আনওর বলেন: আমি আনন্দিত যে ড. অ্যান্ড্রু বেনেট-যিনি আজ এখানে উপস্থিত-তিনিই এই দপ্তরের প্রথম রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন।

আমি পূর্বে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেয়েছিলাম, যখন তিনি লন্ডনে আমাদের বার্ষিক Peace Symposium-এ উপস্থিত ছিলেন।আমি তাঁকে খোলা মনের, উষ্ণ হৃদয়ের এবং তাঁর দায়িত্ব পালনে অনুপ্রাণিত ও আন্তরিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পেয়েছি। আমি প্রার্থনা করি, আল্লাহ্ তাঁকে এই মহৎ প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় রাখুন।

আমি আরও প্রার্থনা করি, কানাডার সরকার ও জনগণ যেন সেই সব গুণাবলী গ্রহণ করে, যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উপযোগী,

মহানবী (সা.)-এর বাণী

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "ঐ ব্যক্তি যে কুরআনের কোন অংশ শিখেনি, নিশ্চয় তার উপমা এক পরিত্যক্ত গৃহের মত।"

(তিরমিযী, ফাযায়েলুল কুরআন)।

দোয়াপ্রার্থী: **Mirza Naeema Begum & Family**
Bithari, 24 PGS (N)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

"মহান বরকতময় আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'আমি আমার বান্দার সাথে ঐ ব্যবহার করে থাকি যা সে আমার সম্বন্ধে ধারণা করে। অতএব সে আমার সম্বন্ধে যেরূপ ইচ্ছা ধারণা করুক।" (বুখারী, কিতাবুত তওহীদ)।

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Abdur Rasheed, Basantapur, 24 PGS (S)**

এবং তারা যেন সেইসব কাজ থেকে বিরত থাকে, যা তাঁর অসন্তুষ্টি ডেকে আনে–যাতে এই মহান দেশের উপর সদা আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হয়।

হুজুর আনওর বলেন: এখন আমি আবারও এই মসজিদ সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই।

যেমন আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, এই শহরের, এই অঞ্চলের, এবং সমগ্র দেশের মানুষ যেন তাদের অন্তরে যে কোনো ভয়, সংশয় বা সন্দেহের অবকাশ থাকলে তা সম্পূর্ণরূপে দূর করে ফেলে।

এই মসজিদ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ এটি কেবল ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্বের বার্তাই প্রচার করবে। এটি শান্তি ও সম্প্রীতির এক আলোকস্তম্ভ হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকবে।

এই মসজিদের নাম রাখা হয়েছে "বাইতুর রহমান–অর্থাৎ "করুণাময় আল্লাহ্‌র গৃহ"। "রহমান" শব্দটি আল্লাহ্‌র এক অনুপম গুণের প্রতীক–যে তিনি জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে তাঁর সমগ্র সৃষ্টির প্রতি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল।

এই অসীম করুণা ও দয়ার কারণেই আজকের ভোগবাদী বিশ্বেও–যেখানে অধিকাংশ মানুষ তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি নিজেদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ–আল্লাহ্‌ তবুও তাঁর সমস্ত সৃষ্টির জন্য রিযিক ও অনুগ্রহ প্রদান করে চলেছেন। মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আল্লাহ্‌র গুণাবলী ধারণ করতে।

অতএব, একজন প্রকৃত মুসলমানের উচিত আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি দয়ালু ও কল্যাণকামী হওয়া। অন্যদের কষ্ট না দিয়ে, বরং তাদের সহায়তা ও সান্ত্বনা প্রদানে সচেষ্ট থাকা।

শুধুমাত্র অন্যদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের মাধ্যমেই একজন মুসলমান আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকতের অংশীদার হতে পারে।

সুতরাং, একজন সত্যিকারের মুসলমানের পক্ষে অন্যায়ে অংশগ্রহণ করা বা বিভেদ সৃষ্টি করা কখনোই সম্ভব নয়। তদ্রূপ, একজন প্রকৃত মুসলমান কখনোই আল্লাহ্‌র গৃহ তথা মসজিদকে সন্ত্রাস বা ঘৃণার কেন্দ্র হিসেবে রূপান্তরিত করতে পারে না।

বরং, যেহেতু মসজিদ এমন এক স্থান যেখানে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা হয় এবং শান্তির বার্তা প্রচারিত হয়, তাই এটি মানুষের হৃদয়কে ঐক্য ও প্রশান্তির দিকে আকৃষ্ট করে।

হুজুর আনওর বলেন: অতএব, এই মসজিদ উদ্বোধনের এই শুভ লগ্নে আমি ঘোষণা করছি–এই মসজিদ হবে এমন এক কেন্দ্র, যা সকল মানুষের মাঝে ভালোবাসা, শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা প্রচার করবে–তারা আহমদী হোক বা অনাহমদী, মুসলমান হোক বা অমুসলমান।

এই মসজিদের দ্বার সর্বদা সকল ধর্মের অনুসারীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, কারণ এটি আল্লাহ্‌র রহমানিয়্যাতের–তাঁর সার্বজনীন করুণার–এক প্রকাশ স্থল।

হুজুর আনওর আরও বলেন:এই মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে আহমদী মুসলমানদের সামাজিক দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।স্থানীয় আহমদীদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে প্রতিটি গির্জা, মন্দির, সিনাগগ ও উপাসনালয় রক্ষার জন্য।

ইনশাআল্লাহ, অমুসলমানরাও প্রত্যক্ষ করবে যে, যখনই সাহায্য বা নিরাপত্তার প্রয়োজন হবে, তখন সর্বাগ্রে আহমদীরাই এগিয়ে আসবে এবং সকল উপাসনালয়কে রক্ষা করতে বুক চিতিয়ে সামনে দাঁড়াবে।

আমি আশা ও প্রার্থনা করি, আজ আমি যে কথা বলেছি তা আপনাদের হৃদয়ে গভীরভাবে প্রোথিত হোক, এবং ইসলামের সৌন্দর্য ও প্রকৃত শিক্ষা আপনাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠুক। নিশ্চয়ই ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য আলোর উৎস–আর এই ইসলামকেই আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিশ্বে প্রতিষ্ঠা ও উপস্থাপন করতে সচেষ্ট।

হুজুর আনওর বলেন: আজকের এই পৃথিবীতে এক জরুরি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে–যাতে সব ধর্মের অনুসারীরা, এমনকি যারা কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নন,তারাও একত্রিত হন এক মহৎ উদ্দেশ্যে: এই পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

সকল জাতি ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, যেখানে যেখানে অন্যায় ও নির্যাতন দেখা দেয়, তা বন্ধ করার জন্য। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তার অন্তরকে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার কালিমা থেকে পরিশুদ্ধ করা। অন্যথায়, এই বৈরিতার আগুন মানবসভ্যতাকে গ্রাস করবে এবং পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে।

আজ যুদ্ধের কালো মেঘ ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে, এবং এই ভয়াবহ পরিণতি এড়ানোর একমাত্র উপায় হলো–মানবজাতি যেন বিনম্রচিত্তে এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, যিনি পরম করুণাময় প্রভু তথা সমগ্র সৃষ্টির প্রতি দয়ালু।

আল্লাহ্‌ করুন, পৃথিবী যেন তাঁর দিকে অবনত হয়। আমীন।

শেষে আমি আবারও আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি–আপনারা আজ আমাদের আনন্দে অংশগ্রহণ করার জন্য মূল্যবান সময় দিয়েছেন।আল্লাহ্‌ তা'লা আপনাদের সকলের উপর তাঁর অগণিত আশীর্বাদ বর্ষণ করুন। ধন্যবাদ।

নিকাহর ঘোষণা

তাশাহুদ, তাওউয, তাসমিয়া এবং নিকাহ–সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ তেলাওয়াতের পর, হুজুর (আই.) বলেনঃ

"এই মুহূর্তে আমি কয়েকটি নিকাহ ঘোষণা করব। নিকাহ ও বিবাহ এমন এক আনন্দঘন অনুষ্ঠান, যা সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর জন্য আনন্দ ও সুখের বার্তা বয়ে আনে। কিন্তু যেসব আয়াত তেলাওয়াত করা হয়েছে এবং যে বিধানসমূহ আল্লাহ তাআলা বিবাহ সম্পর্কে অবতীর্ণ করেছেন, তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, যদি ঐশী নির্দেশনাগুলো অনুসরণ না করা হয়, তবে এই আনন্দের মুহূর্তই দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয়ে উঠতে পারে– উভয় পরিবারের জন্যই, বর–কনের জন্যও।

যখনই আমাকে কোনো নিকাহ ঘোষণা করার অনুরোধ করা হয়, বর্তমান বৈবাহিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে এক ধরনের চিন্তা জাগে– বিশেষত কনের প্রতি। আমি প্রার্থনা করি, যে ঘরে সে প্রবেশ করছে, সেটি যেন তাকে স্নেহ, সৌজন্য ও মর্যাদার সঙ্গে বরণ করে।

যদিও বিবাহ একটি পুরুষ ও নারীর মধ্যে চুক্তি, তবুও স্ত্রীকে যথাযথভাবে গৃহে স্থাপন করা ও তার যত্ন নেওয়ার মূল দায়িত্ব স্বামীর ওপরই বর্তায়। তবে স্বামীর পিতামাতারও এতে একটি অংশীদারিত্ব রয়েছে।

একই সঙ্গে এমনও দেখা যায় যে, অনেক সময় নারীরা তাদের স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির প্রতি কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়, বরং প্রথম দিন থেকেই নানা দাবি–দাওয়া শুরু করে– শুরুতেই অতিরিক্ত দাবি জানাতে থাকে। ফলত তাদের সম্পর্কেও উদ্বেগ সৃষ্টি হয় এবং ধীরে ধীরে এমন সম্পর্কে ফাটল দেখা দিতে থাকে।

অতএব, যেমন আমি পূর্বেই বলেছি, এই বিষয়টির সারমর্ম নিহিত রয়েছে আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত ঐ নির্দেশনায়, যা তিনি এই আনন্দঘন অনুষ্ঠানে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন– তা হলো তাকওয়া বা ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে চলা।

আয়াতগুলোতে 'তাকওয়া' শব্দটি একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মুমিনরা সর্বদা সত্যভাষী ও সোজাসাপ্টা আচরণকারী হতে সচেষ্ট থাকে– অর্থাৎ 'কওল–এ–সদীদ ' অবলম্বন করে।

কোনো বিবাহ স্থির হওয়ার আগে, এমনকি প্রস্তাবের সময়ও, প্রয়োজন যে ছেলেটির দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাগুলো মেয়েটি ও তার পরিবার জানুক– এবং একইভাবে মেয়েটির দুর্বলতাগুলোও ছেলেটি জানুক।

কানাডাসহ অনেক পশ্চিমা দেশে এমন ঘটনা ঘটেছে যে, পাকিস্তান থেকে আগত কোনো পাত্র নিজের পরিচয় গোপন করেছে– যেমন, নিজেকে স্নাতক বা মাস্টার্স ডিগ্রিধারী বলে দাবি করেছে, অথচ অনুসন্ধানে দেখা গেছে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা সাধারণ পর্যায়ের। অন্যদিকে এখানকার মেয়েরা প্রায়ই উচ্চশিক্ষিত।

কিন্তু যদি শুরু থেকেই সত্য কথা বলা হয়– অর্থাৎ কওল–এ–সদীদ অবলম্বন করা হয়– তাহলে শিক্ষাগত যোগ্যতা কম হওয়া তেমন ত্রুটি নয়; প্রকৃত ত্রুটি হলো ঈমান ও ধর্মে ঘাটতি থাকা। একইভাবে, মেয়ের ধন–সম্পদ বা সৌন্দর্য আসল গুণ নয়; বরং, যেমন পবিত্র নবী (সা.) বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম গুণ হলো ধর্মপরায়ণতা ও তাকওয়া।

অতএব, যদি এই গুণগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়– অর্থাৎ যদি ধর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়– তাহলে প্রতারণা ও মিথ্যার কোনো স্থান থাকবে না, এবং এমন বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী ও বরকতময় হবে।

অতএব, সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, যখন ধর্মই বিবাহের মূল মানদণ্ড হয়ে ওঠে, তখন মেয়ে স্বাভাবিকভাবেই এমন এক স্বামী খুঁজবে, যিনি ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ ও আল্লাহভীরু পরিবারের সন্তান। অনুরূপভাবে, যে পুরুষ ধর্মকে মানদণ্ড করে, সে একজন ধার্মিক নারীকেই বিবাহ করতে চাইবে। এতে সমাজের কিছু পরিবারের মধ্যে যে নৈতিক শিথিলতার প্রবণতা দেখা যায়, তা দূর করা সম্ভব হবে।

এছাড়াও মাঝে মাঝে খবর পাওয়া যায়– এবং এর জন্য খুদ্দামুল আহমদিয়্যাহ–এরও দায়িত্ব রয়েছে– যে, কিছু যুবক এখানে বিবাহের পর এমন লজ্জাবোধ করে, যখন তাদের স্ত্রী, যারা পাকিস্তান বা অন্য দেশ থেকে এসেছে, হিজাব বা শালীন পোশাক পালন করে। বিবাহের পর এসব যুবক তাদের স্ত্রীদের পর্দা ত্যাগ করতে বাধ্য করে বা বলে যে তাদের পোশাক এই সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

যদি স্ত্রী ধার্মিক ও আল্লাহভীরু হয়, তবে এ ধরনের আচরণে পারস্পরিক বিরাগ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়– যা কখনো কখনো বিবাহবিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়।

একইভাবে, কিছু ক্ষেত্রে নারীরাও অযৌক্তিক দাবি তোলে; সেই দাবিগুলো পূরণ না হলে সম্পর্কের টানাপোড়েন বা বিচ্ছেদ ঘটে।

সকল ক্ষেত্রে যদি শুরু থেকেই আল্লাহর আদেশ মেনে চলা হয়- অর্থাৎ সত্যবাদী ও আন্তরিক হওয়া হয়, কোনো প্রকার প্রতারণা বা ভণ্ডামি না করা হয়- তবে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে এমন সম্পর্ক স্থায়ী ও শান্তিময় থাকবে। এসব বিবাহ হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে, এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ঈমান ও জামা'আতের প্রতি অনুগত থাকবে।

অতএব, প্রতিটি নতুন বিবাহিত বন্ধনের ক্ষেত্রে নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধকে জাগতিক মর্যাদা বা আরাম-আয়েশের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

যদি এই নীতিটি অনুসরণ করা হয়, এবং আমরা যদি পবিত্র নবী (সা.)-এর শিক্ষার আলোকে ধর্মকে দুনিয়াবী স্বার্থের ওপর প্রাধান্য দিই, তাহলে আজ যে সমস্ত বিবাহজনিত সমস্যাগুলো দেখা দেয়, যা পরে পিতা-মাতার জন্য দুঃখ ও উদ্বেগের কারণ হয়, সেগুলোর অবসান ঘটবে।

আল্লাহ তাআলা যেন আজকের এই বিবাহগুলোতে বরকত দান করেন। তিনি যেন এই সকল নবদম্পতিকে নিজের অনুগ্রহে সফলতা দান করেন এবং তারা যেন সর্বদা ধর্মকে জাগতিক আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার ওপরে স্থান দেয়।

এখন এই কয়েকটি কথা বলার পর আমি নিকাহ ঘোষণাগুলো করব।"

নিকাহ ঘোষণাসমূহ

এই নিকাহ খুতবা প্রদানের পর, হুজুর (আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করুন) নিম্নোক্ত বিবাহসমূহের ঘোষণা দেনঃ

১. মিস নাজিয়াহ সালিম, কন্যা - মি. সালিম আহমদ; বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন মি. জাহিদ মাহমুদ চৌধুরী, পুত্র - মি. তাহির মাহমুদ চৌধুরী, আমীর ও মিশনারি ইনচার্জ, তানজানিয়া।

২. মিস তানিয়া আরিফ ঘুম্মান, কন্যা - মি. আরিফ মাহমুদ ঘুম্মান; বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন মি. মুবারক আহমদ বাজওয়া, পুত্র - মি. বাশারত আহমদ বাজওয়া।

৩. মিস রিজওয়ানাহ তাসনিম আহমদ, কন্যা - মি. নযীর আহমদ; বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন মি. ফরিদ আহমদ ভুট্টা, পুত্র - মি. জাবেদ আহমদ।

৪. মিস আমতুল বাসিত তাহসীর, কন্যা - মি. আবদুল কুদ্দুস তাহসীর; বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন মি. রাহিল ওয়াকাস আহমদ, পুত্র - মি. মিসবাহুদ্দীন আহমদ।

শিক্ষা কর্মসূচি ও গবেষণা উপস্থাপনার কার্যবিবরণী

অনুষ্ঠানের সূচনা পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে হয়, যা উপস্থাপন করেন জনাব সাগির মাহমুদ বাজওয়া। এরপর এর ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করেন জনাব বিলাল।

পরে কানাডার মজলিস খুদ্দামুল আহমদিয়ার "মুহতামিম উমূরুত তলবা" (ছাত্র বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) জনাব মাওমুদ তাহির তাঁর প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, কানাডা জুড়ে প্রায় ১,০৭০ জন আহমদীয়া ছাত্র রয়েছেন-যাদের মধ্যে ৫৬৫ জন হাইস্কুলে, ২৭৭ জন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ২২৮ জন কলেজে অধ্যয়নরত।

ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশে মোট ৬০ জন আহমদীয়া ছাত্র রয়েছেন-যাদের মধ্যে ৩৭ জন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ২৩ জন হাইস্কুলে পড়েন। আজকের ক্লাসে মোট ১০৬ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করছে, যার মধ্যে ৪৮ জন ব্রিটিশ কলাম্বিয়া থেকে এসেছে। তারা ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১২টি কলেজ এবং ২০টি হাইস্কুলের প্রতিনিধিত্ব করছে। এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩৮ জন বিজ্ঞান, ১৬ জন প্রকৌশল, ১১ জন কলা ও ১৬ জন ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে অধ্যয়ন করছে বা করতে ইচ্ছুক।

মুহতামিম তলবা তাঁর প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ তাআলার অশেষ অনুগ্রহে এখন পর্যন্ত ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আহমদীয়া মুসলিম স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (AMSA) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া কানাডার ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়েও AMSA-র শাখা চালু হয়েছে। তদুপরি, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৫টি নামাজ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

আহমদীয়া মুসলিম স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও আত্মিক উন্নতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং পাশাপাশি একাডেমিক সহায়তা ও দিকনির্দেশনাও প্রদান করে।

AMSA পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও চরিত্রের ওপর সাতটি সম্মেলনের আয়োজন করেছে, এবং একটি "বিশ্ব শান্তি সম্মেলনও করেছে, যেখানে প্রায় ৭০০ অতিথি অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়াও, কানাডার ১৫টি প্রধান শহরে AMSA প্রায় ৮০টি কুরআন প্রদর্শনী ও বইয়ের স্টল আয়োজন করেছে, যা হাজারো অতিথি পরিদর্শন করেছেন।

শিক্ষার্থীদের গবেষণা উপস্থাপনা

প্রারম্ভিক ভাষণের পর কর্মসূচি নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী চলতে থাকে।

জনাব আতীক চাঠ্ঠা "উদ্ভিদ কোষ ও তাদের বৃদ্ধি" শিরোনামে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, কোষ হচ্ছে জীবনের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ একক। এতে DNA থাকে, যা জিনগত উপাদান বহন করে এবং সমস্ত জীবের বিকাশের জন্য অপরিহার্য। তাঁর গবেষণার লক্ষ্য একটি এমন জিন আবিষ্কার করা যা উদ্ভিদের শিকড় বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। এই জিনে পরিবর্তন এনে এমন স্থানেও উদ্ভিদ জন্মানো সম্ভব হতে পারে যেখানে আগে তা অসম্ভব ছিল।

গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটি জিন খুঁজে বের করা যা উদ্ভিদের শিকড় বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করতে পারে। তিনি বলেন, তাঁদের ধারণা অনুযায়ী উদ্ভিদের মধ্যে এমন জিন বিদ্যমান থাকতে পারে। যদি কোনো উদ্ভিদ যথাযথ আকারের শিকড় তৈরি করতে না পারে, তবে সেটি সঠিকভাবে বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং, তাঁদের গবেষণায় লক্ষ্য রাখা হয়েছে-জিন পরিবর্তনের মাধ্যমে দীর্ঘতর শিকড় সৃষ্টি করে এমন স্থানে উদ্ভিদ জন্মানো যেখানে পূর্বে তা সম্ভব ছিল না।

হযরত আমীরুল মুমিনীন (আল্লাহ তাঁকে সহায়তা করুন) মন্তব্য করেন:

"তুমি যে জিনটি নির্বাচন করেছ, সেটি তো পেট্রি ডিশে ল্যাবরেটরির আদর্শ পরিবেশে জন্মানো হয়েছে। এখন যখন এটি সফলভাবে জন্মানো হয়েছে, তখন এটি প্রতিস্থাপনের পর কীভাবে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করবে? প্রায় ৯৪% মৃত্যুহারের অবস্থায় কীভাবে এটিকে বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর করা সম্ভব?

হুজুর আরও বলেন:

"তুমি বলেছিলে, পাকিস্তানে যেখানে মাটিতে পুষ্টি উপাদান কম, সেখানে এটি কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু পাকিস্তানে শুধু পুষ্টি-স্বল্পতাই সমস্যা নয়; মাটির pH মানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং তোমাকে দেখতে হবে উদ্ভিদটি অম্লীয় (acidic) নাকি ক্ষারীয় (alkaline) মাটিতে জন্মাতে পারে, কী ধরনের pH মান প্রয়োজন, এবং অঙ্কুরোদ্গম ও বৃদ্ধির জন্য কোন পুষ্টি উপাদান অপরিহার্য।"

হুজুর রসিকভাবে বলেন: "আমি তো পাথরের ওপরেও উদ্ভিদ জন্মাতে পারি! তোমার গবেষণায় অগ্রগতির অনেক সুযোগ রয়েছে। শুষ্ক অঞ্চলে উদ্ভিদের শিকড় সাধারণত গভীর ও শক্তিশালী হয়, ফলে গাছ উপড়ে পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে। কিন্তু যেখানে শিকড় অগভীর, সেখানে ঝড় ও প্রবল বাতাসে সহজেই গাছ উপড়ে যায়।"

হুজুর ছাত্রকে উপদেশ দেন: "তোমার অধ্যাপকের কাছে জেনে নাও-এই উদ্ভিদটি কী ধরনের এবং এর বাস্তব কোনো উপযোগিতা আছে কি না।"

এরপর আলবার্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র জনাব মবরূর "কার্বন ক্যাপচার অ্যান্ড স্টোরেজ" বিষয়ে তাঁর গবেষণা উপস্থাপন করেন।

তিনি গ্রীনহাউস ইফেক্টের ধারণা ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। দুটি পৃথক গবেষণায় দেখা গেছে যে ভবিষ্যতে বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাসের পরিমাণ আরও বাড়বে।

হুজুরের জিজ্ঞাসায় তিনি জানান, উভয় গবেষণার ফলাফলেই দেখা গেছে যে কার্বন নিঃসরণ ক্রমবর্ধমান। এরপর তিনি ব্যাখ্যা করেন কীভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইডকে ভূগর্ভস্থ রিজার্ভারে সংরক্ষণ করে বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ হ্রাস করা যায়।

হুজুর প্রশ্ন করেন: "এতে সাধারণ মানুষের কী উপকার হবে? উদাহরণস্বরূপ, যদি তুমি এটি মসজিদের কাছে বাস্তবায়ন কর, তাহলে এখানকার বায়ু কীভাবে বিশুদ্ধ করবে? বিভিন্ন স্থানে-মোটরওয়ে বা হাইওয়েতে-এমন প্ল্যান্ট বসাবে? কারণ সবচেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণ তো সেখানেই হচ্ছে। শিল্পাঞ্চল ও নগর এলাকায় জনসংখ্যা বাড়ছে-সব জায়গায় কি সিলিন্ডার বসাবে?

হুজুর আরও বলেন: "বনের গাছপালা দ্রুত কাটা হচ্ছে। পাকিস্তান ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে বলা হয়, সর্বোত্তম সমাধান হলো বৃক্ষরোপণ। আগে রাওয়ালপিন্ডি থেকে মুরী পর্যন্ত পুরো পথজুড়ে বন ছিল, এখন সেসব গাছ প্রায় বিলুপ্ত, কেবল অনুর্বর পাহাড় রয়ে গেছে যেখানে কোনো চাষাবাদও হয় না। যদি এসব দেশে বৃক্ষরোপণে জোর দেওয়া হয়, তবে বলা হয় যে পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ ভূমি বৃক্ষাচ্ছন্ন হলে এই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।"

মহানবী (সা.)-এর বাণী

"যে ব্যক্তি নিজ প্রভুকে স্মরণ করে সে জীবিতের ন্যায় এবং যে তাকে স্মরণ করে না সে মৃতের ন্যায়। সেই ঘর জীবিতের ন্যায় যে ঘরে আল্লাহ্‌র যিক্‌র (স্মরণ) করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয় না সে ঘর মৃতের ন্যায়।" (বুখারী, কিতাবুত দাওয়াত)।

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ali Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (S)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

এবং যখন ভাগ-বন্টনের সময় নিকটাত্মীয়, এতীম এবং মিসকীনগণ উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগকেও উহা হইতে দিও এবং তাহাদের সহিত ন্যায়-সঙ্গত কথা বলিও। (আন-নিসা: ৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun,
From: Mirza Enayetulla Sb, Harhari, Murshidabad

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 13 Nov 2025 Issue No.46

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

ছাত্র জানান, আলবার্টায় একটি স্থাপনা নির্মিত হয়েছে যেখানে কার্বন ডাই-অক্সাইড ভূগর্ভে সংরক্ষণ করা হয়।

হুজুর জিজ্ঞাসা করেন, "এতে বিশ্বের কতটা উপকার হবে?- এরপর মন্তব্য করেন, "এর পূর্ণ ফলাফল জানতে আরও ২৫ বছর লাগবে।"

পরবর্তীতে জনাব ইয়াসির মাহমুদ "জিও-ইনফরমেশন সায়েন্স" বিষয়ক তাঁর গবেষণা উপস্থাপন করেন।

তিনি বলেন, তাঁর গবেষণার বিষয় হলো সাইকেল আরোহী ও যানবাহনের মধ্যে সংঘটিত দুর্ঘটনার কারণ চিহ্নিত করা, যেখানে সড়কে থাকা অন্যান্য উপাদানও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

হুজুর বলেন: "দুর্ঘটনার একটি কারণ হতে পারে ট্রাফিক সচেতনতার অভাব-যেমন পাকিস্তানে দেখা যায়। যদি সেখানে এখানকার মতো ট্রাফিক নিয়ম কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়, তাহলে দুর্ঘটনা বরং আরও বাড়তে পারে, কারণ চালকেরা সঠিক নিয়মে গাড়ি চালাতে জানে না। প্রতিটি দেশের নিজস্ব কারণ আছে, যা স্থানীয় গবেষণার মাধ্যমে বের করতে হবে।"

হুজুর আরও স্মৃতিচারণ করে বলেন: "প্রায় ২৫ বছর আগে আমি নাইজেরিয়ায় লেগোস থেকে কানো পর্যন্ত প্রায় ১,১০০ কিলোমিটার পথ ভ্রমণ করেছিলাম। সেখানে মোটরওয়ে অত্যন্ত উন্নত ছিল-অনেক ইউরোপীয় সড়কের চেয়েও ভালো। তবুও পথে শত শত দুর্ঘটনা চোখে পড়েছিল। তাঁদের গাড়ি চালানোর ধরণ এত বিপজ্জনক যে বোঝা কঠিন। পরে আবার গেলে দেখি মোটরওয়েতে জায়গায় জায়গায় গর্ত তৈরি হয়েছে। আগে দুর্ঘটনা হতো রাস্তা ভালো থাকার কারণে; এখন হয় রাস্তা খারাপ বলে। তাই আসল বিষয় হলো ট্রাফিক শিক্ষা ও সচেতনতা-এটিও তোমার গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।"

হুজুর বলেন: "তোমাকে দুর্ঘটনার মূল কারণগুলো নির্ধারণ করতে হবে। গাড়ি চালককেও বিবেচনায় রাখতে হবে-যারা দুর্ঘটনায় হাত-পা ভেঙে ফেলে।

আমি একবার নিজ চোখে একটি অয়েল ট্যাঙ্কারের দুর্ঘটনা দেখেছিলাম-পুরো গাড়িটি উল্টে গিয়ে আগুন ধরে যায়। ভিতরে থাকা কিছু মানুষ আগুনে পুড়তে থাকে, কয়েকজন বেরিয়ে আসে, কিন্তু বাইরে ছড়িয়ে পড়া তেলও জ্বলে ওঠে। তিন-চারজন মানুষ আগুনে দগ্ধ হচ্ছিল, অথচ আশপাশের লোকজন শুধু দেখছিল-কেউ সাহায্যের চেষ্টা করেনি। এটি তোমার গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করো-যাতে বোঝা যায়, কার্যকর অ্যাম্বুলেন্স ও পুলিশ সেবা কতটা প্রয়োজন।"

শেষে হুজুর বলেন:

"আমার ধারণা, দুর্ঘটনার রেকর্ড তুমি সহজেই পাবে-এগুলো আগেই নথিভুক্ত আছে। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত কারণগুলো জানতে হলে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে হবে। ইন্টারনেটে তুমি জানতে পারবে কোন সড়কে কত দুর্ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু কারণ জানা যায় না-এই কারণ নির্ধারণই তোমার গবেষণার আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত।"

আপনি কি প্রত্যহ এই দোয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করেন?

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ

অনুবাদ: পবিত্র আল্লাহ্, তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্র; পবিত্র আল্লাহ্, যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ্, রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অনুবাদ: আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি আমার পালনকর্তা, এবং আমি অনুতপ্ত হয়ে তাঁরই দিকে ফিরে যাচ্ছি।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অনুবাদ: হে আমার প্রভু, সমস্ত কিছুই তোমার দাস; অতএব হে আমার প্রভু, আমাকে রক্ষা কর এবং আমাকে সাহায্য কর।

(১ম পাতার শেষাংশ...)

যায়, যেমন কূপে পড়ে যাওয়া বা অন্য প্রাণীর সাথে লড়াইয়ের ফলে, তবুও তার রক্তে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যা তার মাংসকে ভক্ষণ অযোগ্য করে তোলে। রক্ত তো নিজেই এমন এক পদার্থ যা বহু বিষ ও দূষিত পদার্থ বহন করে, এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এর ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

একই অবস্থা শূকরের মাংসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য-এর সেবনে নানারকম রোগ ও ব্যাধি দেখা দেয়। তদুপরি, শূকরের মধ্যে কিছু নৈতিক দোষও বিদ্যমান, যা নিয়মিতভাবে তার মাংস ভক্ষণকারীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। আবার, যেসব বস্তু আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে উৎসর্গ করা হয়, সেগুলির সেবন মানুষের অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় ও শ্রদ্ধাবোধ দূর করে দেয় এবং তাকে আত্মসম্মানহীন করে তোলে।

একইভাবে পানীয় দ্রব্যসমূহের মধ্যে ইসলাম মদ ও সকল প্রকার মাদককে নিষিদ্ধ করেছে, কারণ এগুলো মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, জ্ঞানকে ক্ষীণ করে, এবং প্রজ্ঞা ও চেতনাকে ধ্বংস করে।

সারসংক্ষেপে বলা যায়, আল্লাহ তাআলা যেসব বস্তুকে হারাম ঘোষণা করেছেন, তা তাদের শারীরিক, নৈতিক বা আত্মিক ক্ষতির কারণে; আর যেসব বস্তুকে হালাল করেছেন, সেগুলি মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আত্মিক উন্নতির সহায়ক। এমনকি হালাল খাদ্যের মধ্যেও তয়্যিব-অর্থাৎ বিশুদ্ধ, পবিত্র ও মানব প্রকৃতির অনুকূল-খাদ্য গ্রহণে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনো ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে।

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম নৈতিকতার উপর খাদ্যের গভীর প্রভাবকে স্বীকার করেছে এবং নৈতিক উৎকর্ষ অর্জনের জন্য খাদ্যকে নির্দিষ্ট নীতিমালা ও সংযমের সাথে যুক্ত করে এক নতুন দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

(তাফসীরে কাবীর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৮০, কাদিয়ান সংস্করণ, ২০১০)

মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বিবাদ-বিশৃঙ্খলা দূর হবে

একটি বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে হযরত মুগীরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একবার এক নারীর প্রতি বিবাহের প্রস্তাব দেন। তখন পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁকে বলেছিলেন-

"তাকে দেখো, কারণ একে অপরকে দেখা পারস্পরিক বোঝাপড়া ও স্নেহ বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।" (জামি' আত-তিরমিজি, কিতাবুন নিকাহ)

তবে, আধুনিক সমাজে কিছু মানুষ এই অনুমতিটিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছে। তারা মনে করে যে ছেলে ও মেয়েকে একে অপরকে "বোঝার জন্য" একান্তে অনেকক্ষণ একসাথে বসা উচিত, ব্যক্তিগতভাবে বাইরে ঘোরা উচিত, কিংবা বাড়িতে দীর্ঘ সময় একান্তে কথা বলা উচিত। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, সামনাসামনি সাক্ষাৎ করলে একে অপরকে ভালোভাবে বোঝা সহজ হয়। আলাপচারিতার সময় স্বাভাবিকভাবেই একজনের চরিত্র ও আচরণের অনেক দিক প্রকাশ পায়।

বর্তমান যুগে পরিবারের উপস্থিতিতে পাত্র-পাত্রীর একসাথে বসে খাবার খাওয়ার মধ্যেও কোনো আপত্তি নেই। খাবার খাওয়ার সময়েও অনেক অভ্যাস ও গুণাবলি প্রকাশ পায়। যদি কোনো অপছন্দনীয় বিষয় চোখে পড়ে, তবে বিয়ের পর বিরোধের সৃষ্টি হওয়ার আগে তা জেনে নেওয়াই উত্তম। আর যদি ভালো গুণাবলি দেখা যায়, তবে পারস্পরিক মিল ও স্নেহ সেই সম্পর্ককে আরও মজবুত করে তোলে।

কখনও কখনও সমাজে এমন কিছু লোকও দেখা যায়, যারা কারও সম্পর্ক স্থাপিত হলে তা নষ্ট করার চেষ্টা করে। কিন্তু যদি পাত্র-পাত্রীর মধ্যে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ ও আচরণ পর্যবেক্ষণের সুযোগ থাকে, তবে তারা পরস্পরকে কিছুটা চিনে নিতে পারে এবং অন্যদের হস্তক্ষেপের সুযোগ থাকে না। অন্যদিকে, কিছু মানুষ বিপরীত চরমে চলে গেছে-তারা এমনকি প্রস্তাবের আগে বা বিবাহের পূর্বে ছেলে-মেয়ের সংক্ষিপ্ত ও পরিবারের উপস্থিতিতে সাক্ষাৎকেও সহ্য করতে পারে না। তারা এই সাধারণ অনুমতিকেই "অসংযম" বা "অগৌরবজনক" বলে মনে করে।

কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হলো পরিপূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ-না অতিরিক্ত, না অপর্যাপ্ত; না এক চরম, না অন্য চরম। সমাজকে এই ভারসাম্যপূর্ণ নীতির উপরই পরিচালিত হতে হবে। মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বিবাদ-বিশৃঙ্খলা দূর হবে।

(খুতবাতে মসরূর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯৩৪ - বিভাগ: রিশতা নাতা, নজারত ইসলাম ও ইরশাদ কেন্দ্রীয় দপ্তর, কাদিয়ান)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir